লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৮ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

# The Ahmadi

Fortnightly
*Since 1922*

নবপর্যায় ৮৩ বর্ষ | ২৪তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ১৮ জিলক্বদ, ১৪৪২ হিজরি | ৩০ ইহ্সান ১৪০০ হি. শা. | ৩০ জুন, ২০২১ ঈসাব্দ



'মসজিদ বায়তুল লতিফ'
*স্থান: দিলালপুর, সৈয়দপুর*

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের আরো একটি নব-নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন

অদ্য ১৮ই জুন ২০২১ সাল পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুরের অন্তর্গত দিলালপুর হালকায় নব-নির্মিত 'মসজিদ বায়তুল লতিফ'-এর শুভ উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। জুমুআর নামায শেষে নব-নির্মিত মসজিদ ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াতের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের প্রিন্সিপাল জনাব মোবাশশেরউর রহমান; সেক্রেটারী জায়েদাদ আলহাজ্জ মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ; মওলানা বশীরুর রহমান, শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। আরো বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব শাহ গিয়াস উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর; জনাব নজিবুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সৈয়দপুর; জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরীসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। নব-নির্মিত মসজিদটি উদ্বোধন উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে দোয়ায় অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়।

উল্লেখ্য, মসজিদটি ২০১২ সালে প্রথমে কাঁচা নির্মাণ করা হয়। এরপর ৭ই জুন ২০১২ সালে দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন নিখিল বিশ্ব আহমদী মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফার সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব। *(তথ্যসূত্র: সেন্ট্রাল বাংলাডেস্ক)*

## হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে

**'পর্দা'** – পুস্তক।

প্রিয় হুযূর (আই.)-এর নির্দেশে সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে পুস্তকটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় ইশায়াত দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

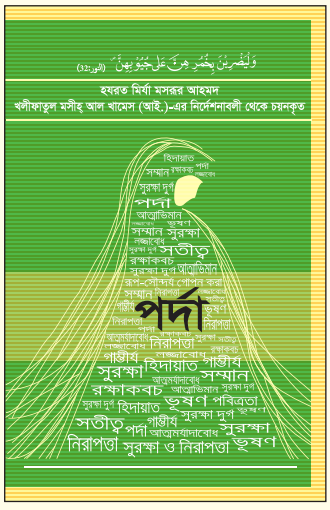

# সম্পাদকীয়

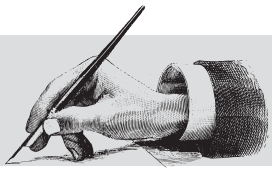

# স্বল্পেতুষ্টি– মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

স্বল্পেতুষ্টি একজন সত্যিকার মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। আবার স্বল্পেতুষ্টির বৈশিষ্ট্য যদি সৃষ্টি হয় তাহলে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়াও সম্ভব হয়। মৌখিকভাবে কেউ হয়ত বলতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু কেবল জাগতিক উপায় উপকরণ এবং জাগতিক সম্মান আর প্রভাব প্রতিপত্তির পিছনে যারা ছুটে তারা কী আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা? কখনো নয়। এমন বস্তু-পূজারীদের চিত্র অংকন করতে গিয়ে একবার মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আদম সন্তানের কাছে স্বর্ণের একটি উপত্যকাও যদি থাকে তবুও সে চাইবে, দ্বিতীয় উপত্যকা যেন তার হস্তগত হয়। মাটি ছাড়া তার মুখ কোন কিছু দিয়েই ভরতে পারে না, সে কবরে গেলে তবেই তার সেই লোভ এবং লিপ্সার পরিসমাপ্তি ঘটবে। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুর রিকাক)*

একবার এক বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "জাগতিক চাওয়া পাওয়ায় নিমগ্ন ব্যক্তির হৃদয়ে এক প্রকার আগুন থাকে আর সে সমস্যায় নিপতিত থাকে। ইহজীবনে এমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার মাঝেই আরাম ও প্রশান্তি নিহিত। পার্থিব বিষয়ের জন্য মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা করা পরিহার কর। একদা এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ফকির বসেছিল, যে বহু কষ্টে তার লজ্জাস্থান আবৃত করে রেখেছিল। যৎসামান্য কাপড় ছিল যার দ্বারা সে কোনমতে নগ্নতা ঢেকে রেখেছিল। সেই ঘোড়ার আরোহী তাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই! কেমন আছেন? ফকির উত্তর দিল, যার জীবনের সকল লক্ষ্য অর্জন হয়ে গেছে তার অবস্থা কেমন হয়? সেই ঘোড়ার আরোহী বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আপনার সকল চাওয়া পাওয়া কীভাবে পূর্ণ হল? ফকির বলল,যার কোন চাওয়া পাওয়া নেই সে যেন সবই পেয়ে গেল। সারকথা হল, যে সবকিছু অর্জন করতে চায় তার শুধু কষ্টই বাড়ে কিন্তু স্বল্পে তুষ্ট হয়ে সবকিছু ত্যাগ করলে যেন সবই পাওয়া হয়। পরিত্রাণ ও মুক্তিই হল, স্বাদ পাওয়া, দুঃখ না পাওয়া। দুঃখক্লিষ্ট জীবন এ পৃথিবীতেও ভাল নয় আর না পরকালে। এ জীবন তো একদিন অবশ্যই ফুরিয়ে যাবে। কেননা এটি বরফের টুকরোর মত, একে যতই সিন্দুকে ও কাপড়ে আবৃত করে রাখ না কেন এটি গলেই যায়। এভাবে জীবন স্থায়ী করার জন্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন একথা সত্য যে, তা নিঃশেষ হয়ে থাকে আর এতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ক্ষয় সাধিত হয়। এ পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার আছে, হেকীমও আছে কিন্তু কেউই স্থায়ী জীবনের কোন ব্যবস্থাপত্র দিতে পারে নি। কেউ এরূপ ব্যবস্থাপত্র দিতে পারে না যে, মানুষ চীরঞ্জীব হবে বা সে আয়ুষ্কাল এত পাবে। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেকেই এসে বলে থাকে,এখন তোমার বয়সই কী হয়েছে! অল্প বয়স, ষাট সত্তর বছর তো কোন বয়সই না। এ ধরণের কথা বলে কিন্তু এ সবই ফাঁকা বুলি। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ দীর্ঘ জীবনের বাসনা পোষণ করে, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনায় পড়ে থাকে। পৃথিবীতে আমরা দেখে যে, ষাট বছরের পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি একদমই হারিয়ে যেতে থাকে।... বার্ধক্যের যুগ অপছন্দনীয় কেননা তখন আত্মীয়স্বজনও চায় সে মারা যাক আর মৃত্যুর পূর্বেই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অচল হয়ে যায়। অনেকের আত্মীয়স্বজন এমন পাষাণ হৃদয়ের হয়ে থাকে, যারা রোগের অবস্থা দেখে বা বার্ধক্য দেখে বলে, সে আমাদের জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছে। মানুষের দাঁত পড়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। অবশেষে পাথরের মূর্তির মত হয়ে যায় আর চেহারাও বিকৃত হয়ে যায়। অনেকে এমন রোগে আক্রান্ত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বর্তমান যুগে এ পৃথিবীতে আমরা এমন হতেও দেখি। কাজেই, মানুষের তো কোন মূল্যই নেই কিন্তু তার কাছে যখন ক্ষমতা থাকে, যৌবন থাকে, ধনসম্পদ অর্জনের সময় থাকে এবং শক্তি ও সামর্থ্য তখন সে ভুলে যায় যে, ভবিষ্যতে আমার সাথে কী ঘটতে পারে? অনেক সময় যেসব দুঃখ থেকে মানুষ পালিয়ে বাঁচতে চায় হঠাৎ-ই যখন সে সেসব দুঃখে নিপতিত হয় আর সন্তান যদি ভাল না হয় তাহলে সে আরো বেশি কষ্ট পায়, তখন সে বুঝতে পারে ভুল করেছি আর সারা জীবনই এভাবে নষ্ট হয়েছে। তখন ভাবে, খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করাই ভাল ছিল আর জাগতিকতার মোহে না পড়ে মানুষ খোদাকে ভুলে যায় এর পরিবর্তে সে অনুসারেই জীবন কাটানো উচিত ছিল।" *(মালফুযাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২২-৪২৫)*

# সূচিপত্র

৩০ জুন ২০২১


**কুরআন শরীফ** ৩

**হাদীস শরীফ** ৪

**অমৃতবাণী** ৫

**ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ)** ৬

২৮ মে, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৯

*বিষয়বস্তু: **'খিলাফত দিবস'***

০৪ জুন, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৮

*বিষয়বস্তু: **হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

**ওয়াকফে নও-দের প্রশিক্ষণ– ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের দায়িত্ব** ২৯

*ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়াকফে নও রিফ্রেসার কোর্স*

**সীরাতুল মাহদী (আ.)** ৩৫

***প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)***

ভাষান্তর: মওলানা জুবায়ের আহমদ

*পর্ব-১৬* ৩৭

**প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর**

*[জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্রদের]*

**বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়** ৩৯

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

**বিবাহ সংবাদ** ৪১

**সংবাদ** ৪২

**শোক সংবাদ** ৪৩

**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত** ৪৪


পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন

**www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

**pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com**

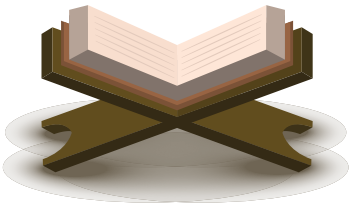

# কুরআন শরীফ

## সূরা মারইয়াম-১৯

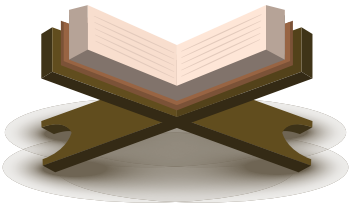

*[চলমান]*

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَاعۡبُدۡهُ وَاصۡطَبِرۡ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿۶۶﴾

৬৬। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে (তিনিই)-এর প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাক। তুমি কি তাঁর নামে অন্য কাউকেও জান?

وَيَقُوۡلُ الۡاِنۡسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوۡفَ اُخۡرَجُ حَيًّا ﴿۶۷﴾

৬৭। আর মানুষ বলে[১৭৮৮], 'আমি মরে যাওয়ার পরও কি আবার আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে?'

اَوَلَا يَذۡكُرُ الۡاِنۡسَانُ اَنَّا خَلَقۡنٰهُ مِنۡ قَبۡلُ وَلَمۡ يَكُ شَيۡـًٔا ﴿۶۸﴾

৬৮। মানুষ কি স্মরণ করে না, আমরা এর পূর্বেও তাকে এমন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই[১৭৮৯] ছিল না?

فَوَرَبِّكَ لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ وَالشَّيٰطِيۡنَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿۶۹﴾

৬৯। অতএব তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, আমরা তাদেরকে এবং শয়তানদেরও অবশ্যই একত্র করব। এরপর অবশ্যই জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় আমরা তাদের উপস্থিত করব[১৭৯০]।

ثُمَّ لَنَنۡزِعَنَّ مِنۡ كُلِّ شِيۡعَةٍ اَيُّهُمۡ اَشَدُّ عَلَى الرَّحۡمٰنِ عِتِيًّا ﴿۷۰﴾

৭০। তখন[১৭৯১] আমরা প্রত্যেক দল থেকে অবশ্যই তাদের টেনে বের করে আনব, যারা রহমান (আল্লাহ্‌র) অবাধ্যতায় সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিল।

---

১৭৮৮। আল ইনসান বলতে সাধারণ অর্থে এখানে সকল মানুষ বুঝায় না, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বুঝায়, যারা মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক লোকই আছে যারা পরলোকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, মুখের কথা দ্বারা নয়, বরং তাদের প্রকৃত আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা। অর্থাৎ একমাত্র পার্থিব অভীষ্ট লাভের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হওয়া দ্বারা মৃত্যুর পরে জীবনের প্রতি তারা সন্দেহ বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

১৭৮৯। কোন বস্তুই, উল্লেখযোগ্য কিছুই, কোন মূল্যই বা কোন গুরুত্বই। এই অর্থ ৭৮:২ আয়াত দ্বারা সমর্থিত।

১৭৯০। 'জাহান্নাম' শব্দ হিব্রু ভাষাতে জেহেন্নারূপে ব্যবহৃত। আদিতে আরমীয় ভাষায় তা 'হিন্নোম'রূপে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে জি-হিন্নোমে পরিবর্তিত রূপ নেয় (এনসাইকা বিব.) যার অর্থ মৃত্যু বা ধ্বংসের উপত্যকা। এই শব্দ 'জাহান্না' (অর্থ : সে নিকটে গেল) এবং 'জাহুমা' (অর্থ: তার চেহারা কুঞ্চিত হল) এই দুই শব্দের যুক্ত শব্দও হতে পারে। অতএব জাহান্নাম কোন বস্তু বা স্থানও বুঝাতে পারে যা কোন ব্যক্তি প্রথমে পছন্দ করে। কিন্তু যখন সে তার নিকটবর্তী হয় তখন তা অপছন্দ করে এবং ভ্রুকুঞ্চিত করে তার প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ করে। এভাবে জাহান্নাম শব্দের গঠনশলীই দোযখের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বর্ণনা করে।

১৭৯১। 'সুম্মা' (অর্থ: তখন, অর্থাৎ, তৎপর) শব্দ একটি অব্যয় বা সংযোগমূলক অব্যয়, বিন্যাস এবং বিলম্ব বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন আদেশের জন্য নয়। এর অর্থ হয়ে থাকে এবং ,সুতরাং, ইত্যাদি (লেইন)।

ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার মাঝে একটি হল, স্বল্পেতুষ্টি। হাদীস পাঠে জানা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সদা স্বল্পে তুষ্ট থাকতেন। কখনো সহায় সম্পদ পুঞ্জিভূত করার বাসনা হৃদয়ে লালন করতেন না। তাঁর (সা.) নিজ প্রার্থনার মাঝেও আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا"

*(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ৭১৭১ ই.ফা.)*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে নূন্যতম প্রয়োজন অনুপাতে জীবিকা দান কর।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি (সা.) স্বল্পেতুষ্টির মহান আদর্শ উপস্থাপন করেছেন যেমন:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ

*(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ৭১৭৪ ই.ফা.)*

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজন মদীনায় আসার পর কখনো একাধারে তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খান নি। আর এ অবস্থাতেই তাঁর (সা.) ইন্তেকাল হয়।

এছাড়া অনেকেই আছেন, যারা অন্যের সহায়-সম্পদ দেখে মনে মনে কষ্ট অনুভব করেন তাদের জন্য একটি উপদেশবাণী মহানবী (সা.)-এর হাদীসের মাঝে লক্ষ্য করা যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ"

*(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ৭১৬১ ই.ফা.)*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যারা তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের বা অস্বচ্ছল তাদের দিকে তাকাও এবং যারা তোমাদের চেয়ে উচ্চস্তরের বা স্বচ্ছল তাদের দিকে তাকিও না। আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে তুচ্ছজ্ঞান না করার এটিই উত্তম পন্থা।

মহানবী (সা.)-এর আরো একটি হাদীস আমাদের জন্য পাথেয়। এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হল, তিনি (সা.) জগৎপূজারীদের জন্য আক্ষেপ করেছেন যেমন:

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ " يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي - قَالَ - وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ"

*(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ৭১৫২ ই.ফা.)*

কাতাদাহ (রহ.) ... মুতাররিফ (রহ.) নিজ পিতার কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, একদা আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি (সা.) 'আলহাকুমুত তাকাসুর' সূরা পাঠ করছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল, আমার সম্পদ'। বস্তুতঃ হে আদম সন্তান! তোমার সম্পদ তা-ই যা তুমি খেয়েছ ও শেষ করে দিয়েছ অথবা যা পরেছ ও পুরনো করে ফেলেছ আর যা তুমি দান করেছ, সেটিই প্রকৃত অর্থে সঞ্চয় করেছ।

আমরা যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা হৃদয়ে লালন করে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি– আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দিন।

# অমৃতবাণী

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। সন্ধ্যার সময় বয়আত গ্রহণের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সকলের উদ্দেশ্যে বলেন:

"আমার হাতে বয়আত করার মূলতঃ দুটি উপকারিতা রয়েছে। প্রথমতঃ পাপ থেকে ক্ষমা লাভ হয় আর মানুষ খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ক্ষমা লাভের যোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যাদিষ্টের সামনে তওবা করার কারণে শক্তি লাভ হয় আর এতে মানুষ শয়তানি আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। স্মরণ রেখ! এ জামা'তে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্য যেন বস্তুজগত না হয়। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভই যেন উদ্দেশ্য হয়। কেননা এ ইহজগত ছেড়ে একদিন যেতেই হবে। এটা কোন না কোনভাবে ছেড়ে যেতে হবে।

**'কষ্টদায়ক রাত হোক বা বিলাসিতাপূর্ণ রাত, তা কেটেই যাবে।'** (ফার্সী পংক্তির অনুবাদ)

ইহজগত আর এই ইহজাগতিক উদ্দেশ্যাবলীকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রেখ। সেসবকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের সাথে কখনো গুলিয়ে ফেল না। কেননা জগত নশ্বর কিন্তু ধর্ম ও ধর্মের ফলাফল নিঃশেষ হওয়ার নয়।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময়টুকু খুব স্বল্প। তোমরা দেখছ, প্রতিটি ক্ষণে প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের মহামারী আর রোগ-ব্যাধিতে পৃথিবীর মানুষ মারা যাচ্ছে। কখনো কলেরা ধ্বংস করছে, এখন প্লেগ ধ্বংস করছে। কে কত সময় বাঁচবে- তা কে বলতে পারে? যখন জানাই নেই যে, মৃত্যু কখন আসবে সেক্ষেত্রে এ থেকে উদাসীন থাকা কত বোকামির কাজ! তাই আবশ্যক হল, পরকালের চিন্তা কর। যে ব্যক্তি পরকাল নিয়ে ভাববে, আল্লাহ্ তা'লা এ জগতে তার প্রতি কৃপা করবেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, মানুষ যখন পূর্ণ মু'মিনে পরিণত হয় তখন তার মাঝে এবং অপরাপরদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তাই প্রথমে মু'মিন হও। আর তা এভাবে হতে পারে যে, বয়আতের মূল উদ্দেশ্য তথা খোদাভীতি ও তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, জাগতিক স্বার্থ আদৌ এর সাথে মিশ্রিত করবে না। নিয়মিত নামায আদায় কর আর তওবা ও ইস্তেগফারে রত থাক। মানুষের অধিকার রক্ষা কর এবং কাউকে দুঃখ দিও না। ধার্মিকতা ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সব ধরণের কৃপা করবেন। নিজ গৃহের মহিলাদেরকেও উপদেশ প্রদান কর যেন তারা নিয়মিত নামায আদায় করে আর নিজেদেরকে অভিযোগ-অনুযোগ এবং পরনিন্দা থেকে বিরত রাখে। তাদেরকে পবিত্রতা ও ধার্মিকতা শিখাও। আমাদের কাজ কেবল বুঝানো, তোমাদের কাজ আমল করা।

নিজ পাঁচ বেলার নামাযে দোয়া কর। মাতৃভাষায় দোয়া করা নিষেধ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মনোযোগ না আসে ততক্ষণ নামাযে স্বাদ লাভ হয় না আর যতক্ষণ পর্যন্ত বিনয় সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ নামাযে মন লাগে না। যখন বিনয় সৃষ্টি হয় এবং যখন এটি বুঝা যায় যে, কী পড়া হচ্ছে (তখন নামাযে মন লাগে)। অতএব নিজ ভাষায় নিজের দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করার ফলে আবেগ এবং উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা একথা আদৌ মনে করা উচিত নয় যে, নামায মাতৃভাষায় পড়বে। নামাযের শব্দাবলীর মাঝে আল্লাহ্ এক বরকত রেখেছেন। নামায দোয়ারই অপর নাম। তাই এর মাঝে দোয়া কর যেন তিনি তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের বিপদাবলী থেকে রক্ষা করেন এবং পরিণাম শুভ হয়। নিজ স্ত্রী-সন্তানের জন্যও দোয়া কর। ধার্মিক হও এবং সব ধরণের মন্দ বিষয় পরিহার করে চল।

*(মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫; আল হাকাম, সপ্তম খণ্ড, ৩৮ নং, পৃষ্ঠা: ২, ১৭ অক্টোবর-১৯০৩)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

# ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ**
**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)**

*(৫৯তম কিস্তি)*

## লুধিয়ানায় ৩১ জুলাই ১৮৯১ অনুষ্ঠিত বাহাস এবং এতে হযরত মৌলবী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের ঘটনা-বিরোধী ইশতেহার

মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর উল্লিখিত ইশতিহারটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম যে, মৌলবী সাহেব এতে ডাহা মিথ্যাচার ও মিথ্যারোপে ভরে দিয়েছেন। তিনি অতি চতুরতার সাথে বাহাস সংক্রান্ত শর্তাবলী ভঙ্গের জন্য আমাকে দায়ী করেন। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন প্রকৃত ও বাস্তব সত্য হল, চলমান বাহাসে একটি দিনও তিনি নির্ধারিত শর্তাবলীতে টিকে থাকতে পারেন নি। বরং প্রায়শঃ নির্ধারিত শর্তের বরখেলাপ বাহাসে প্রথম বক্তব্যটি নিজ হাতে লিখার পর পুনরায় অন্যের হাতে লিখিয়ে যত্র-তত্র কমবেশি করে দ্বিতীয় লেখাটি উপস্থাপন করতে থাকেন। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় লেখা দুটির মধ্যে মোকাবিলা করে দেখলে স্পষ্টতঃ বহু কাট-ছাঁট ও হস্তক্ষেপ ধরা পড়বে। তার এ রীতি যে সততা ও বিশ্বস্ততা বিরোধী ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এটাই ছিল তাঁর বাহাস– সম্পৃক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রথম প্রমাণ যা তিনি শেষ অবধি অব্যাহত রাখেন। এরপর, তাঁর দ্বিতীয় অঙ্গীকার ভঙ্গটি হল, প্রথম থেকে তিনি এটা তার অভ্যাসস্বরূপ নির্ধারণ করে নিলেন যে, শোনাবার সময় লেখার বাইরে সীমাতিক্রম করে অনেক কিছু ওয়াজস্বরূপ মৌখিকভাবে বলতে থাকেন। যার নাম-গন্ধও লিখিত বক্তব্যে ছিল না। ৭৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁর ঐ লেখা যখন তিনি শোনালেন তখন সার্বিকভাবে শর্তাবলী ভঙ্গ করে মৌখিক ওয়াজ আরম্ভ করে দিলেন। এইসব মৌখিক বক্তব্যের মধ্যে তার একটি কথা এটাও ছিল যে, তিনি হাদীসসমূহের পরস্পর বিরোধগুলো এক মুহূর্তে দূর করতে সক্ষম এবং এক্ষণই করে দেখাতে পারেন। আর সেইসাথে বহু তীব্র ও শিষ্টাচার বিরোধী এবং চাতুর্যমূলক কথা ছিল। এরই মাঝে তিনি তাঁর এ তীর্যক বক্তব্যেও বার বার জানান দেন যে, এই ব্যক্তি (এ অধম) 'অবুঝ, নাদান, মূর্খ ও জাহিল।' কিন্তু এ অধম তাঁর এইসব মর্মঘাতি কথায় ধৈর্য ধারণ করেছে। আর তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও সমীচীন মনে করে নি। যাতে বাহাস থেকে পাশ কাটাবার বা বাহাস স্থগিত করার কোন বাহানা তার হস্তগত হতে না পারে। এইসব অঙ্গীকার ভঙ্গের পূর্বে আমার পক্ষ থেকেও অঙ্গীকারের বরখেলাপ কণা পরিমাণ কোন বিষয় সংঘটিত হয়েছে– তিনি কসম খেয়ে বললে আমি তা মেনে নেব।

ভালো করেই আমার জানা ছিল যে, একটি নিষ্প্রয়োজন ও অনভিপ্রেত বিতর্ককে বিলম্বিত করা হচ্ছে এবং জিজ্ঞাস্য সব বিষয়ের যথাযথ উত্তর (আমার পক্ষ থেকে) দেওয়া সত্ত্বেও মৌলভি সাহেব আসল বিতর্কের বিষয়টি এড়ানোর উদ্দেশ্যে কেবল ভূমিকামূলক বিষয়াদির প্রসঙ্গ টেনে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি এ বিষয়ে ভয় করতে থাকি যে, এ সম্পর্কে আমি কিছু বললেই এর ফল দাঁড়াবে, মৌলবী সাহেব তৎক্ষণাত কোন বাহানা বানিয়ে বাড়ির দিকে যাবার পথ ধরবেন। উপস্থিত জনতা দিনের পর দিন চলমান এই বাহাসে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আমার সম্মুখে কটু ভাষায় আমাকে তার গাল-মন্দ শুনে কেবল ধৈর্য ধরেছি। প্রতিবার তিনি যে আমাকে 'জাহিল ও নাদান' (নির্বোধ ও মূর্খ) বলে অভিহিত করেছেন, আমি আমার হৃদয়কে বুঝিয়েছি, সত্যিই তো! অসীম জ্ঞানী 'আলীম' খোদা তা'লা ছাড়া জ্ঞানী বলে কে অভিহিত হতে পারে? মৌলবী সাহেব আমাকে 'মুফতারি' বা মিথ্যা রচনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করেছি; আদিকাল থেকে

আল্লাহ্ প্রেরিত পবিত্র নবীগণকে মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।' আমি কুরআন করীমের আয়াতসমূহ দৃষ্টিপটে রেখে নিজেকে আশ্বস্ত করেছি যে, পূর্ববর্তী নবীগণকে এভাবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। মোটকথা, এভাবেই আমি ধৈর্যের সাথে এগারো দিন অতিবাহিত করেছি। এদিকে শহর জুড়ে তাঁর গালি-গালাজে সাড়া পড়ে যায়। যেদিন তিনি ৭৬ পৃষ্ঠায় তাঁর লেখা উত্তর শুনালেন এবং প্রচুর গালমন্দ ও চাতুর্যপূর্ণ কথা বললেন যা লেখাটিতে ছিল না। তখন বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতমণ্ডলীর মাঝে তাঁর বিশেষ বন্ধু মুহাম্মদ হাসান সাহেব রঈস লুধিয়ানাও ছিলেন। আমি তার উপস্থিতিতে সরাসরি তাকে বললাম, 'আজকে আবার আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মৌখিক বহু কথাসহ গালমন্দও করলেন এবং লেখার বাইরে অনেক ওয়াজও করলেন। তাই লেখার বাইরে মৌখিক কিছু বলার অধিকার আমারও প্রাপ্য হল। তা সত্ত্বেও এই দু'একটি কথা ছাড়া কিছু বলি নি। কেবল আমার লিখিত বিষয়বস্তু পড়ে শুনালাম।

৩১ জুলাই ১৯৯১ইং তারিখে যখন আমি বিতর্ক সম্মেলনে আমার উত্তরমূলক লেখা শোনাতে যাই তখন দেখি মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর হাবভাব একেবারে অন্য রকম। তাঁর প্রত্যেক কথায় বক্রতা দৃশ্যমান হচ্ছিল। উশৃঙ্খলতা ও দুশ্চরিত্রতা চরম মাত্রায় ছিল। আমি যখন বিতর্ক সভার নিয়ম অনুযায়ী উপস্থিতমণ্ডলীর সম্মুখে আমার লিখিত বিষয়বস্তু শোনাতে শুরু করলাম তখন তিনি এতে অনধিকারচর্চা শুরু করে দিলেন। অবশেষে তিনি একবার অযথাই বলে উঠলেন, 'তুমি কোন একটি কিতাবের নাম অশুদ্ধ পড়েছ।' খোদা তা'লা জানেন, 'আমি কোন নাম ভুল পড়ি নি। মৌলবী সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল কেবল আত্মম্ভরিতা ও তার জ্ঞানের বড়াই দেখানো। এই কারণে উত্তেজিত হয়ে তিনি বাহাস চলাকালে মৌখিক কোন কথা না বলার অঙ্গীকারটি কয়েকবার ভঙ্গ করলেন এবং পানি আটকাবার বাঁধ ভেঙ্গে গেলে পানি যেমন জোরে প্রবাহিত হয়, তদ্রুপ তাঁর ধৈর্যের বাঁধ বিধ্বস্ত হয়ে কুপ্রবৃত্তির বন্যা সজোরে প্রবাহিত হয়। যদিও তাকে বলা হল, 'হযরত মৌলবী সাহেব! আপনার সঙ্গে বিধি অনুযায়ী শর্ত রয়েছে যে, আপনি আমার বক্তব্য উপস্থাপনের সময় চুপ থাকবেন যেমন আমি আপনার বেলায় কোন কথা বলি নি।' কিন্তু তিনি ধৈর্য একেবারে হারালেন। কেননা সত্যের প্রতাপবশতঃ সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রবল দুশ্চিন্তা তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল। পরিশেষে দেখতে দেখতেই তার অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। কিন্তু আল্লাহ্‌র শোকর যে, এর মধ্যেই আমার সম্পূর্ণ লিখিত বক্তব্য শোনান হল এবং আমার পক্ষ থেকে শেষ কথা এটাই ছিল যে, ভূমিকামূলক বাহাস বা বিতর্কের অবসান হোক। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর বিশদভাবে সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে। আর এ-ও বলা হল যে, মৌলবী সাহেবের মাথায় যদি আরও কিছু ধ্যান-ধারণা থেকে থাকে তা নিজের পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করুন। এই ভূমিকামূলক বিতর্কের অবসান ঘটানোর কারণ এটাই ছিল যে, উভয়পক্ষের বিবৃতিসমূহ অনেক দীর্ঘ আকার ধারণ করেছিল। প্রায় দশ পুস্তকখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। আর লাগাতার বারো দিন এই সামান্য ও নগণ্য ভূমিকামূলক বিতর্কে ব্যয় করা হয়েছিল। বিতর্ক চলাকালব্যাপী মৌলবী সাহেবের বার বার কেবল একটাই প্রশ্ন ছিল, 'কিতাবুল্লাহ্ ও হাদীসকে মানো কি, না?' এ প্রশ্নটির উত্তর খোলাসাভাবে মৌলবী সাহেবকে কয়েকবারই দেওয়া হয়েছে যে, কিতাবুল্লাহকে শর্তহীনভাবে এবং হাদীস শর্তসাপেক্ষে মানি। তবে বার বার প্রশ্ন করায় আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, হাদীসের ঐ অংশটি, যা 'আখ্‌বার' (সংবাদাদি), 'মাওয়াঈদ' (অঙ্গীকারাদি), 'কিসাস' (কেচ্ছা-বৃত্তান্ত) এবং বিগতকালের ঘটনাবলী সম্পর্কিত সেগুলো এই শর্তে গ্রহণ করা হবে যদি কুরআন করীমের তত্ত্ব-তথ্যের বিরোধী না হয়। কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজের বক্তব্যে এটাই বলতে থাকেন, 'এখনো আমার উত্তর আসে নি।' অথচ তার অধিকার কেবল এতটুকুই ছিল যে, (এ বিষয়ে) আমার অভিমত কী- তা জানা। আর আমি যখন আমার মত ব্যক্ত করে দিলাম এরপরও বার বার জিজ্ঞাসা করার তার কোন অধিকার ছিল না। আর অন্যদিকে উপস্থিত জনতা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়ে। তারা অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে বাহাসের মূল বিষয়ে বক্তব্য শোনার জন্যে এসেছিল। তারা যখন দেখল, বারোদিনেও বাহাসের মূল বিষয়ের নাম-গন্ধও প্রকাশ পায় না তখন তারা নিরাশ (ও বিষন্ন) হয় যে, এতগুলো দিন নষ্ট হল। অতএব, 'মিন হুসনি ইস্‌লামিল্ মার'ই তার্‌কুহু মালা ইয়ানীহি' (অর্থাৎ, মানুষের ইসলাম মেনে চলার সৌন্দর্য হল, তার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়কে পরিহার করা'–অনুবাদক), উক্ত হাদীস অনুযায়ী অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে একটি বৃথা ও নিরর্থক বাহাসকে বন্ধ করতে হল। যদিও তিনি তার এই নিরর্থক বাহাসটাই চালিয়ে যেতে চান। বরং ভয় দেখালেন, 'আমার তো আরো মৌলিক নীতি বলা বাকী আছে। যা এরপর আমি উপস্থাপন করব।' মানুষ তার এ কথা শুনে আরও জ্বলে উঠলো এবং বলল, খোদা আপনার নীতিগুলোর সর্বনাশ ঘটিয়ে দিন। আপনি বিতর্কের মূল বিষয়ের দিকে কেন আসেন না?'এখন দর্শক বুঝতে পারছেন, মৌলবী সাহেবের এই আপত্তি যে, তাঁকে তাঁর বক্তব্য লেখার এবং পেশ করার সুযোগ দেয়া হয় নি এটা যে কত ভিত্তিহীন! এটা স্পষ্ট যে, সর্বসাধারণের রায় অনুযায়ী এ অধম যখন এই ভূমিকামূলক বিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়, তখন আবার মৌলবী সাহেবকে কীভাবে লিখিত জওয়াব পেশ করার সুযোগ দেয়া যেত? তাকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দিলে আমারও প্রতিউত্তর

পেশ করা আবশ্যিক হত। এই অবস্থায় এই ধারাবাহিকতা শেষ করা কবে এবং কীভাবে সম্ভব হত? অতএব, আমি অযথা কোন অসময়ে এই ভূমিকাসর্বস্ব বাহাসকে সমাপ্ত করি নি। বরং বারোটি দিন নষ্ট করে এবং বিতর্কে লিখিত বক্তব্য দশ পুস্তকখণ্ডে পৌঁছে গেলে এবং অধিকাংশ মানুষের আপত্তি, প্রতিবাদ ও হাহুতাশ শুনে একান্ত নিরুপায় হয়ে বন্ধ করেছি। আর সেই সাথে একথাও বলে দিয়েছি যে, এখন আসল বাহাস আরম্ভ করুন। আমি হাজির এবং এর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু তিনি তো বাহাসের আসল বিষয়কে এমনই ভয় পান যেমন একটি শিশু সিংহকে ভয় পায়। আর যেহেতু প্রশ্নমূলক বক্তব্য মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের পক্ষ থেকে ছিল, সেহেতু আমার এ অধিকারও ছিল যে, আমার উত্তরের ওপরই বাহাসের সমাপ্তি হত। যাতে ছয়টি বক্তব্যের সংখ্যা আমারও পুরো হত। যেহেতু মৌলবী সাহেবের নিয়্যত ভাল ছিল না, সেহেতু এ বাহাসের সমাপ্তির কথা শুনে তিনি যে ভীষণ উত্তেজনা দেখালেন এবং যে হিংস্রতা ও বর্বরতা প্রদর্শন করলেন এবং ঐ উত্তেজনার অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে যেসব অশালীন ও কটুবাক্য বের হল, তা ঐ সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই জানেন। তিনি এ-ও একটা চতুরতা অবলম্বন করেন যে, তিনি তাঁর জামা'তের লোকদের নাম তাঁর ইশতিহারে সাক্ষী হিসেবে লিখে দেন যাতে মানুষের মাঝে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে সত্য- এ কারণেই এতগুলো সাক্ষী তার বক্তব্যকে সমর্থন করছে। কিন্তু এটা যে কত গুরুতর অসততা যে, একই জামা'তের একই লক্ষ্যে শরীক ও সাহায্যকারীদেরকে সাক্ষীরূপে পেশ করা হয়। অথচ এ বিতর্ক-সম্মেলনে নিরপেক্ষ সালিশ (বিচারক) ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। যেমন হযরত খাজা আহসান শাহ্ সাহেব, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও লুধিয়ানার রঈস আ'যম অতি সৎ-সত্যবাদী মানুষ। আর তেমনি মুন্সি মীরান বখ্‌শ সাহেব, একাউন্টেন্ট বিজ্ঞ ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ এবং পদ ও বেতনে এক্সট্রা এসিস্টেন্টের সমপর্যায়ের। তেমনি শাহযাদা আব্দুল মজিদ খাঁ সাহেব, ডাক্তার মুস্তফা আলী সাহেব, খাজা মুহাম্মদ মুখতার শাহ্ সাহেব (রঈস আযম লুধিয়ানা), খাজা আব্দুল কাদের সাহেব, মাষ্টার চেরাগ দ্বীন সাহেব, মুন্সি মুহাম্মদ কাসেম সাহেব, মাষ্টার কাদের বখ্‌শ সাহেব, মিঞা শের মুহাম্মদ খান সাহেব এবং আরো অনেক সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ সকল সম্মনিত রঈস ও উচ্চপদস্থ বুযূর্গ ব্যক্তিদেরকে বাদ দেওয়া হল এবং তাদের সাক্ষ্য কেন লিপিবদ্ধ করা হল না? অথচ শুধুমাত্র জনাব খাজা আহসান শাহ্ সাহেব (রঈস আজম)-এর সাক্ষ্য এক সহস্র সাধারণ মানুষের সাক্ষীর সমান ছিল। এর কারণ এটাই ছিল যে, এই বুযূর্গদের বিবৃতি দ্বারা প্রকৃত সত্য প্রকাশমান হত।

পরিতাপের বিষয় যে, মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন নীচ ও ঘৃণ্য মিথ্যা তার উল্লিখিত ইশতিহারে লিখতে দ্বিধা করেন নি। সুতরাং তিনি এ অধম সম্পর্কে তাঁর ইশতিহারে লিখেছেন, "তিনি (অর্থাৎ এ অধম) উঠে গেলেন এবং সংকীর্ণ দরজার সঙ্গে দাঁড়ানো গাড়িতে চড়ে বাতাসের মত অদৃশ্য হলেন। এত শীঘ্র পালালেন যে, তাঁর সাথীরা চলন্ত গাড়িটিতে দৌড়ে গিয়ে উঠলেন।' এ বানানো মিথ্যার খণ্ডনে আমি এছাড়া কি মন্তব্য করব? "লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন" বলব, না কি তার ইশতিহারে বর্ণিত তার নিম্নরূপ লেখাটি তাকে ফিরিয়ে দেব- "মিথ্যাবাদীর ওপর হাজারটি লা'নত (অভিশাপ) না হলেও পাঁচশ'টি অবশ্য হোক।" হে হযরত! ঐ গাড়িটি তো মুনশী মিরান বখ্‌শ (একাউন্টেন্ট) সাহেবের ছিল। তিনি নিজেই এটাতে আরোহন করে সভাস্থলে এসেছিলেন। বাজারের মানুষ সবাই এর সাক্ষী। শ্রদ্ধেয় মুন্সি সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন, বাহাস সমাপ্তির সময় এতে কে আরোহণ করেছিল? আমি আমার বাসা থেকে হেঁটে হেঁটেই এসেছিলাম এবং প্রায় ত্রিশজন সাথীসহ হেঁটেই ফিরে যাই। একটি বারও গাড়িতে পা রাখি নি। আমি আমার বাসস্থানে পৌঁছুলে মুন্সি মীরান বখ্‌শ সাহেব ঐ গাড়িতে এসে উপস্থিত হন এবং আপত্তির স্বরে বলেন, 'আমি গাড়িতে আর আপনি হেঁটে আসলেন?!' তাই বলি, 'এত মিথ্যাচার কি কেবল মৌলবীদের ভাগ্যেই জুটল?! ... *(চলবে)*

ভাষান্তর:
***মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ***
*মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অব.)*

## "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী,**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

২৮ মে, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

# হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

## বিষয়বস্তু:
## *'খিলাফত দিবস'*

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ *(সূরা নূর: ৫৬-৫৭)*

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হল, তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের সেই ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায়

পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (আর) আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অস্বীকার করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী। আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (এই) রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়।

গতকাল ছিল ২৭ মে, যাকে আমরা 'খিলাফত দিবস' নামে স্মরণ রাখি। খিলাফত দিবস উপলক্ষে জামা'তে জলসাও অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জামা'তের ইতিহাস এবং খিলাফতের প্রেক্ষাপটে আমরা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকি আর খিলাফতের বয়আত করার পর সেসব দায়িত্ব পালন করি, যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকি। এটি আমাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহ যে, আমরা এ যুগে তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষকে মেনেছি, যাঁকে তিনি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষামালা অবহিত করার জন্য আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। তাঁর (তিরোধানের) পর (আমরা) খলীফার হাতে বয়আত করেছি যাতে সেই শিক্ষার বাস্তবায়ন নিজেদের জীবনে ঘটাতে পারি– যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন আর এরপর তা বিশ্বময় প্রচার করি। অতএব, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করে। আমরা যদি এই দায়িত্ব পালন করি তবেই আমরা সেই অনুগ্রহের যথাযথ মর্যাদা দিতে সক্ষম হব যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি করেছেন।

এই যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তাতে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়তা দানের, ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে এই প্রতিশ্রুতি পূরণের শর্ত হল, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হও, সৎকর্মশীল হও, ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হও আর আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক কর না। তোমাদের মাঝে যেন কোন প্রকার শির্ক না থাকে। আর এসব কিছু অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত ও নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের যে রীতি বাতলে দিয়েছেন সে অনুসারে নামায আদায়কারী হও। আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করাও একান্ত আবশ্যক; আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়কারী হও। এছাড়া রসূলের আনুগত্য করাও অপরিহার্য, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালনকারী হও।

কাজেই, এসব বিষয় যদি আমরা স্মরণ রাখি এবং নিজেদের জীবনকে এর আলোকে গড়ার চেষ্টা করি আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, এর ওপর সত্যিকার অর্থে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি, কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার সেসব পুরস্কারের ভাগিদার হতে পারব যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন আর তখনই আমরা খিলাফতরূপী নেয়ামত হতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব। অতএব এ আয়াতটি মু'মিনদের জন্য অনেক বড় একটি সুসংবাদ (বহনকারী আয়াত), কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের জন্য চিন্তার খোরাকও যুগিয়েছে। কেননা যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো যদি পরিপূর্ণরূপে পালন না করা হয় তাহলে এই পুরস্কার হতে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারব না। যদি নামায, যাকাত ও আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদান করা না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করতে পারব না যেমনটি কিনা (আয়াতে) বলা হয়েছে। অতএব কেবল নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং 'খিলাফত দিবস' পালন করা যথেষ্ট নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সত্যিকার বান্দা হয়ে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদের নামাযের হিফাযতকারী হব, বান্দার অধিকার এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হব; ততক্ষণ পর্যন্ত খিলাফত দিবস পালন করা কোন উপকার সাধন করতে পারে না। অতএব আমাদের ঈমানের অবস্থা কেমন এ বিষয়ে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আমাদের মাঝে কি আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি আছে? আমরা কি তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলোতে বিচরণ করি? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি? আমরা কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী? আর একই সাথে নিজেদের কর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কর্ম কি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাসম্মত? আমাদের আমল লোকদেখানো নয়তো? আমাদের নামায মানুষকে দেখানোর নামায নয়তো? আমাদের সম্পদ ব্যয় করা বা যাকাত দেয়া কোন লোকদেখানো বিষয় নয়তো? আমাদের রোযা কোথাও লোকদেখানো রোযা নয়তো? আমাদের হজ্জ কেবল হাজী বলার জন্য নয়তো? আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য তখন হবে এবং আত্মিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা তখন লাভ হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম শুধুমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে। তখনই সেই সমাজ খিলাফতের ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকারপ্রদ হবে। অতএব কেবল বুলিসর্বস্ব হওয়া নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, এ থেকে কেবল সেসব ঈমানদার ব্যক্তি কল্যাণমণ্ডিত হবে যারা সৎকর্মপরায়ণ হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে সৎকর্ম বা আমলে সালেহ্ যুক্ত করেছেন। বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি বা

ঘাটতি না থাকাই হল আমলে সালেহ্ বা পুণ্যকর্ম। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মে সর্বদা চোর হানা দেয়– তা কী? সেটি কোন্ চোর? সেগুলো হল লৌকিকতা, অর্থাৎ মানুষ যখন একটি কাজ লোকদেখানোর জন্য করে; আত্মশ্লাঘা, অর্থাৎ কোন একটি কাজ করে বা কোন পুণ্য করেই মনে মনে উল্লসিত হয় যে, আমি অনেক নেক কাজ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মন্দকর্ম রয়েছে যেগুলো মানুষ অনেক সময় বুঝতেও পারে না, আরো বিভিন্ন পাপ রয়েছে যা তার হাতে সাধিত হয়। এর ফলে মানুষের কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম হল তা যাতে সীমালঙ্ঘন, আত্মশ্লাঘা, লৌকিকতা, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের ধারণাও থাকে না। শুধু এটি নয় যে, (এসব) অপকর্ম করে নি, বরং তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের মনে যেন সেগুলো করার ধারণাও দানা না বাঁধে। তখনই তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে এবং সৎকর্মপরায়ণ বলে আখ্যায়িত হবে। তিনি (আ.) বলেন, সৎকর্ম দ্বারা যেভাবে পরকালে রক্ষা পাওয়া যায় একইভাবে এ জগতেও রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন, পুরো বাড়িতে যদি এক ব্যক্তিও সৎকর্মপরায়ণ থাকে তাহলে পুরো বাড়ি রক্ষা পায়। জেনে রেখ! তোমাদের মাঝে যতদিন আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম না হবে, শুধু বিশ্বাস স্থাপন কাজে আসে না।

অতএব ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

সৎকর্ম আমাদের নিজেদের প্রস্তাবনা বা মনগড়া কর্মের নাম নয়। এমন নয় যে, আমরা কোন কাজকে সৎকর্ম আখ্যা দেব আর তা সৎকর্ম হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম হল সেগুলো যাতে কোন প্রকার ত্রুটি বা ফাসাদ থাকবে না। কেননা 'সালেহ্' শব্দটি ফাসাদ-এর বিপরীত। যেভাবে খাদ্য তখন তৈয়্যব বা স্বাস্থ্যকর হয় যখন তা কাঁচাও হয় না আবার পোড়া-ও না, আর কোন তুচ্ছ শ্রেণির বস্তু হয় না, বরং এমন হয় যা তাৎক্ষণিকভাবে দেহাংশ হয়ে যায়। দেহের অংশে পরিণত হলে সেই খাদ্য হবে তৈয়্যব বা স্বাস্থ্যকর; যাতে কোন প্রকার ঘাটতি বা ত্রুটি থাকবে না। অনুরূপভাবে যা আবশ্যক তা হল, সৎকর্মেও যেন কোন প্রকার ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকে। অর্থাৎ তা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশসম্মত হয়, আল্লাহ্ তা'লা যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী যেন কাজ করা হয়; অধিকন্তু তা যেন মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ তিনি (সা.) যা করেছেন এবং আমাদের করে দেখিয়েছেন– সে অনুযায়ী যেন হয়। এছাড়া তাতে যেন কোন প্রকার আলস্য না থাকে। অর্থাৎ সেই আমল করার ক্ষেত্রে কোন অলসতা যেন না থাকে, আত্মশ্লাঘা যেন না থাকে, লোকদেখানো ভাব যেন না থাকে। তা মনগড়াও যেন না হয়। কর্ম যখন এমন হবে তখন তা সৎকর্ম আখ্যায়িত হয়। অর্থাৎ সৎকর্মের মনগড়া সংজ্ঞা উদ্ভাবন করবে না, নিজে ব্যাখ্যা আরম্ভ কর না। ইচ্ছামতো এ কথা যেন বলা না হয় যে, এর উদ্দেশ্য এটি আর সেটি। বরং আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে সেটি হবে সৎকর্ম। এটি হল 'কিবরিয়াতে আমর' অর্থাৎ অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি এই অবস্থা অর্জিত হয়ে যায় তাহলে ধরে নিতে পার যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি থেকে কল্যাণ লাভকারী হতে পেরেছ। এরাই সেসব লোক যারা আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অঙ্গীকার পালনকারী; তারা নয় যারা নিজেদের স্বার্থের প্রশ্ন আসলে ইচ্ছামতো সৎকর্মের ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করে দেয়, মারূফ ফয়সালার নিজেরা তফসীর করা আরম্ভ করে দেয়। তাদের আমিত্ব তাদের ওপর প্রভুত্ব করে। এমন লোকদের খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ঘোষণা কোন উপকারে আসে না, যতই তারা বলুক না কেন যে, আমরা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যারা এ খিলাফতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও আনুগত্যকারী হবে তারা-ই প্রকৃত অর্থে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী, খিলাফতের সুরক্ষাকারী আর খিলাফত তাদের সুরক্ষাকারী হয়। যুগ খলীফার দোয়া তাদের সাথে থাকে। তাদের কষ্ট যুগ খলীফাকে তাদের জন্য দোয়া করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়। এই সৎকর্ম সম্পাদনকারীরা-ই হল তারা যাদের খিলাফতের সাথে সম্পর্ক আর খিলাফতের তাদের সাথে সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

অতএব এটি হল সেই প্রকৃত খিলাফত, যাতে জামা'ত এবং খলীফার সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এটিই সেই খিলাফত যা দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার কারণ হয়। সেসব সাধারণ সদস্য এবং যুগ খলীফার মাঝে এটিই সেই সম্পর্ক যা উভয়কে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি লাভকারী বানায়। অন্যান্য মুসলমানরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু জাগতিক কৌশল দ্বারা, জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাদের এসব কৌশল ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাদের কোন কাজে আসতে পারে না আর এভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবও নয়, তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন। এখন খিলাফত সেভাবেই চলমান থাকবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। অতএব এজন্য আমাদের মাঝে যেখানে কৃতজ্ঞতার চেতনা জাগ্রত হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে আমাদের বিনত হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ভূষিত করেছেন, সেখানে আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ভীতি হৃদয়ে লালন করে নিজেদের কর্মের প্রতি স্থায়ী

দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, আমাদের আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান আর বান্দাদের অধিকার প্রদানের মান আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত মান অনুযায়ী কিনা।

অতএব সকল আহমদীর প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতায় অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ধন্য করেছেন, সেখানে নিজেদের আত্মপর্যালোচনায়ও অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আমরা পালন করছি কিনা? আর যখন এই চিন্তাচেতনার সাথে আমরা জীবন অতিবাহিত করব এবং সে অনুযায়ী কাজ করব এবং খিলাফত যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে উদ্দেশ্যে দোয়াও করতে থাকব– তখন আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজিরও উত্তরাধিকারী হতে থাকব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে একথাই বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাকে আশ্বস্তও করেছেন যে, খিলাফত-ব্যবস্থা চলমান থাকবে; আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে যেসব সুসংবাদ দিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই পূর্ণ হবে– যদি আমরা সেসব শর্ত পূরণ করি। যেমন আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় তিনি খিলাফত-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি খোদা তা'লার রীতি আর পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে তিনি সর্বদা এই রীতি প্রদর্শন করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করেন, যেমনটি তিনি বলেছেন,

كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي

*(সূরা মুজাদেলা: ২২)*

অর্থাৎ খোদা তা'লা একথা লিখে রেখেছেন যে, তিনি ও তাঁর নবীগণ বিজয়ী হবেন। আর বিজয়ের অর্থ হল, খোদার 'হুজ্জত' (অর্থাৎ খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ ও রসূলদের সত্যতার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ) পৃথিবীতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া এবং কারো খোদার মোকাবিলা করতে না পারা-যেমনটি নবী ও রসূলদের বাসনা হয়ে থাকে। এভাবে খোদা তা'লা শক্তিশালী নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তাদের (অর্থাৎ নবীদের) সত্যতা প্রকাশ করে দেন। যে সাধুতা তারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করতে চান, তার বীজ তাদের হাতেই বপন করান। কিন্তু সেটির চূড়ান্ত পূর্ণতা তাদের হাতে ঘটান না, বরং এমন সময়ে তাদের মৃত্যু দিয়ে, যা বাহ্যত এক প্রকার ব্যর্থতার গ্লানিতে কলুষিত থাকে; বিরুদ্ধবাদীদের হাসিঠাট্টা, উপহাস ও বিদ্রুপের সুযোগ দেন। আর তারা যখন ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নেয়, তখন তিনি নিজ কুদরত বা শক্তিমত্তার অপর রূপ প্রকাশ করেন এবং এমন উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেন যেগুলোর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা কিছুটা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।

আমরা দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রয়াণ একদিকে যেমন প্রত্যেক আহমদীকে প্রকম্পিত করেছিল, অন্যদিকে অআহমদীরাও আনন্দ উল্লাস করেছে। তাঁর (আ.) মৃত্যুতে এমন সব অপলাপ করা হয়েছে যা শুনলে মনুষ্যত্ব লজ্জিত হয়। এমনসব অসঙ্গত কথাবার্তা বলা হয়েছে যে, মানুষ আশ্চর্য হয়, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের নাম নেয় তারা এতটা নিচেও নামতে পারে! এসব বাজে কথাবার্তা তো আমার বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাদের অন্যান্য কিছু অপচেষ্টার উল্লেখ আমি করছি যে, কীভাবে তারা তাঁর (আ.) তিরোধানের পর জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে; কীভাবে তারা জামা'তের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার বিষয়ে এবং আহমদীদের আহমদীয়াত থেকে তওবা করার বিষয়ে মিথ্যা গুজব ছড়িয়েছে। যেমন, পীর জামা'ত আলী শাহ-এর মুরীদরা বলে যে, মির্যায়ীরা তওবা করে বয়আত করছে। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর আহমদীয়াত হতে তওবা করে (মানুষ) তাদের দলভুক্ত হচ্ছে। খাজা হাসান নিজামী সাহেব আহমদীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, এখন আহমদীদের উচিত মির্যা সাহেবের মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবিকে স্পষ্টভাবে পরিত্যাগ করা, নতুবা আশঙ্কা রয়েছে যে, মির্যা সাহেবের মতো বুদ্ধিমান ও সুসংগঠক ব্যক্তির অবর্তমানে আহমদীয়া জামা'ত বিরুদ্ধবাদীদের হট্টগোলকে সামাল দিতে পারবে না এবং তাদের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে; কূটনৈতিক ভাষায়, উপযাচক সেজে অত্যন্ত কোমল ভাষায় তিনি এই পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যক্তি বাহ্যত ভদ্র মানুষ ছিলেন; তিনি অত্যন্ত সরল সেজে শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আহমদীদেরকে পরামর্শ দেন যে, মির্যা সাহেব তো এখন প্রয়াত, এখন কেউ তোমাদের আগলে রাখতে পারবে না; তাই আহমদীয়াত ছাড় এবং এসো, আমাদের দলে ভিড়ে যাও। কিন্তু তিনি জানতেন না, তার চোখ সেসব প্রতিশ্রুতির মহিমা দেখার যোগ্যতা রাখত না যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করেছিলেন যে, আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়জনদের সাথে আছি। এটি আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) এলহাম করে বলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার তিরোধানের পর খিলাফতের ধারাবাহিকতা শুরু হবে, আর যে অঙ্গীকার ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে– তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তিনি (আ.) স্পষ্ট করেছেন যে, নবীদের জামা'ত দ্বিতীয় কুদরতও প্রত্যক্ষ করে থাকে। এখানে নবীর উদাহরণ দিয়ে সেই সকল দুর্বল প্রকৃতির আহমদীদেরকেও উত্তর দেয়া হয়েছে যারা অনেক সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নবী বলতে ইতস্ততঃ করে। এখানে তার উত্তরও চলে এসেছে,

তিনি (আ.) স্বয়ং বলে দিয়েছেন যে, আমার জামা'ত নবীর জামা'ত আর আমি নবী। তিনি (আ.) বলেন, নবীদের জামা'ত দ্বিতীয় কুদরতকেও দেখে থাকে আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সৎকর্ম করবে তারাও তা দেখবে। সুতরাং তিনি (আ.) কুদরতে সানিয়া অব্যাহত থাকা সম্পর্কে বলেন,

খোদা তা'লা দুই প্রকারের কুদরত (তথা শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আর শক্তির অপর বিকাশ এরূপ সময়ে করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর মনে করে যে, এখন (নবীর) কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে আর তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং অনেক দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে তারা খোদা তা'লার সেই নিদর্শন দেখতে পায় যেমনটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে একটি অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; আর বহু মরুবাসী নির্বোধ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবীরাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দণ্ডায়মান করে পুনরায় নিজ শক্তিমত্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর ইসলামকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতি

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

*(সূরা নূর: ৫৬)*

অর্থাৎ ভয়-ভীতির অবস্থার পর পুনরায় আমরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে দিব– পূর্ণ করেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, অতএব হে প্রিয়গণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখাতে পারেন; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত হয়ো না, আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত বা খোদার শক্তির দ্বিতীয় বিকাশ দেখাও আবশ্যক এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়, কেননা তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাব, তখন খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরতকে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে; যেমনটি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেন, আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর জয়যুক্ত রাখব। সুতরাং তোমাদের ক্ষেত্রে আমার বিচ্ছেদ-দিবস উপস্থিত হওয়াও আবশ্যক, যেন এরপর সেই দিন আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির দিন। আমাদের খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তবুও সেই সমস্ত বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকা অবশ্যম্ভাবী, যার সম্বন্ধে খোদা তা'লা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়া তথা ঐশী শক্তির দ্বিতীয় বিকাশের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক।

অতএব আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তদনুযায়ী বিগত ১১৩ বছর যাবত আল্লাহ্ তা'লার কৃপাসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। সেসব লোক, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর বলত যে, এদের মাথা কেটে গেছে, এখন এদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, (তারা বলত,) এখন এ (জামা'তকে) কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না- এ বিষয়ে আমি পূর্বেই কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে খিলাফতে সমাসীন হওয়ার পর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকা লিখেছিল যে, এখন মির্যায়ীদের কাছে আর কী-ই বা অবশিষ্ট আছে! এখন তো তাদের মাথা কাটা গেছে। যে ব্যক্তি তাদের ইমাম নির্বাচিত হয়েছে, তার দ্বারা আর কিছুই হবে না। তবে হ্যাঁ, সে মসজিদে তোমাদেরকে কুরআন শুনাবে। অথচ ঐ সকল অন্ধজ্ঞানের অধিকারী লোকদের জানা নেই যে, এ মহান কাজ করার জন্যই তো হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ বংশধরদের মাঝ থেকে এক মহান রসূল আবির্ভূত হওয়ার দোয়া করেছিলেন আর এই হল সেই মহান শরীয়ত, যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন আর এটিই সেই পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ঐশী কিতাব- যা পঠন-পাঠনকারী ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হয়ে থাকে। এটি তো সেই কিতাব যার শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের

উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর এই হল সেই কাজ যে কাজের উদ্দেশ্যে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যাহোক, তাদের এ কথা শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া থাকবে, এমনই যেন হয়; আমি যেন তোমাদেরকে কুরআন শুনাতে পারি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ কাজ করেছেন এবং অতি উত্তমভাবে করেছেন, কিন্তু জামা'তে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা সৃষ্টি হবে আর জামা'তের ঐক্য হারিয়ে যাবে মর্মে শত্রুদের যে ধারণা ছিল– তা দেখার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মুনাফিক এবং আঞ্জুমানের কতক হর্তাকর্তার নৈরাজ্যকে এত দৃঢ়ভাবে পদদলিত করেছেন যে, কারো কোন ধরনের অনিষ্ট সৃষ্টি করার দুঃসাহস হয় নি। তিনি (রা.) তাঁর খিলাফতে সমাসীন হবার পর প্রথম বক্তৃতায় বলেন,

তোমাদের প্রবণতা যেমনই হোক না কেন, এখন তোমাদেরকে অবশ্যই আমার আদেশ পালন করতে হবে। এরপর একদিন তিনি মসজিদে মুবারকে অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা নিজেদের কর্ম দ্বারা আমাকে এতই দুঃখ দিয়েছ যে, আমি মসজিদের ঐ অংশেও দাঁড়াই নি যে অংশ তোমাদের নির্মিত, বরং আমি আমার মির্যার মসজিদে দাঁড়িয়েছি। অর্থাৎ মসজিদের সে অংশ যেটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক যুগে বানানো হয়েছিল, তিনি সেখানেই দাঁড়ান, সেই অংশে দাঁড়ান নি যে অংশ পরবর্তীতে জামা'তের চাঁদায় সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমি তো সেখানেও দাঁড়াই নি, আমি তো মসজিদের সেই মূল অংশে দাঁড়িয়েছি যেটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে নির্মিত হয়েছিল অথবা তাঁর প্রারম্ভিক যুগে ছিল, পরবর্তীতে সম্প্রসারিত অংশ নয়। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমার সিদ্ধান্ত হল, জামা'ত এবং আঞ্জুমান উভয়ই খলীফার আজ্ঞাবহ এবং সেবক, অর্থাৎ আঞ্জুমান ও জামা'ত- উভয়ই সেবক। আঞ্জুমান হল উপদেষ্টা। হ্যাঁ, উপদেষ্টা হিসেবে আঞ্জুমানের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় আর পরামর্শ গ্রহণ করাও আবশ্যকীয় বিষয়। একইসাথে তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি লিখেছে যে, খলীফার কাজ কেবল বয়আত নেয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হল আঞ্জুমান, সে যেন তওবা করে। খোদা আমাকে অবগত করেছেন যে, যদি এ জামা'তের মাঝ থেকে কেউ তোমাকে পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তবে আমি এর পরিবর্তে তোমাকে এক জামা'ত উপহার দিব। তিনি (রা.) আরো বলেন, বলা হয়- খলীফার কাজ কেবল নামায পড়ানো অথবা বিয়ে পড়ানো বা বয়আত নেয়া। এ কাজ তো এক মোল্লাও করতে পারে- এর জন্য কোন খলীফার প্রয়োজন নেই! আর আমি এমন বয়আতের ওপর থুতুও ফেলি না, এমন বয়আত নেয়া তো দূরের কথা। সুতরাং পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত এবং খলীফার একটি নির্দেশকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়– এটিকেই বয়আত বলা হয়। অতএব এই বক্তৃতা যেখানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করেছে সেখানে বিরুদ্ধবাদীদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছে। যে ব্যক্তিকে তারা বৃদ্ধ ও দুর্বল মনে করত, তিনি যখন খোদার সাহায্যে কথা বলেন এমন মহিমার সাথে বলেন যে, সব ফেনার ন্যায় উবে যায়। যারা অহংকার করছিল- তারা নিজেদের মুখ লুকাতে আরম্ভ করল। জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা নব-উদ্যমে বয়আতের অঙ্গীকার করল এবং জগদ্বাসী দেখেছে যে, জামা'ত কত অসাধারণভাবে উন্নতির পানে ধাবমান হয়।

এরপর ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইন্তেকাল করেন তখন জামা'তের মাঝে আরেকবার ভুমিকম্পতুল্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন আঞ্জুমানের কর্মকর্তাগণ, যারা আঞ্জুমানকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মানাতে বদ্ধপরিকর ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কারণে নীরব ছিল, তারা পুনরায় মাথাচাড়া দেয়। অনুরূপভাবে মুনাফেকরাও মাথা চাড়া দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনের হাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফতের সুরক্ষা করে। আঞ্জুমানের কর্মকর্তাগণের ভয় ছিল, পাছে জামা'তের সদস্যগণ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করে, এ কারণে তারা অনেক অপপ্রয়াস চালায়, যেন (কেউ) খলীফা নির্বাচিত না হয়। কোনভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও যেন এই বিষয়টি টলে যায়। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, খলীফা অবশ্যই হতে হবে তবে এর সাথে এটিও আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আমার খলীফা হওয়ার কোন আগ্রহ নেই। তোমরা যাকে ইচ্ছা খলীফা বানাও, আমি ও আমার পুরো বংশ স্বচ্ছ হৃদয়ে তার বয়আত করব। কিন্তু সেসব লোক, যারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করত এবং ভয়ও করত যে, সিদ্ধান্ত তার পক্ষেই হবে, যারা নিছক ক্ষমতালোভী ছিল, তারা এ কথা মেনে নেয় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) যখন বলেন, তোমরা নির্বাচন কর, আমি যেকোন ব্যক্তির হাতে বয়আত করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু খলীফা যেকোন মূল্যে হওয়া উচিত; তখন তারা কথা মানে নি। যাহোক, অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওসীয়্যত অনুযায়ী মু'মিনদের জামা'ত মসজিদে নূরে সমবেত হয়, যাদের সংখ্যা কমবেশি প্রায় দুই হাজারের মত হবে।

সবাই হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে নিজেদের খলীফা নির্বাচিত করে আর মানুষজন একে অপরের মাথা টপকে বয়আতের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা লিখেছে, মনে হচ্ছিল যেন ফিরিশতারা মানুষকে ধরে ধরে আল্লাহ্ তা'লার এই বয়আতের নির্বাচনে নিয়ে আসছিল। পরিশেষে এসব দেখে আঞ্জুমানের কিছু বড় বড় হর্তাকর্তা আঞ্জুমানের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে সেখান থেকে গা ঢাকা দেয়, কিন্তু জগদ্বাসী দেখেছে যে, কীভাবে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত'কে দৃঢ়তা দান করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বাহান্ন বছরের খিলাফতকাল এর সাক্ষী যে, যেই যুবকের হাতে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের বাগডোর দিয়েছিলেন, কত দ্রুততার সাথে তিনি জামা'ত'কে নিয়ে উন্নতির ধাপ মাড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। যারা আঞ্জুমানের ধনভাণ্ডার শূন্য রেখে চলে গিয়েছিল, তারা এ দাবি করত যে, কাদিয়ানে এখন খ্রিষ্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আজ তাদের বংশধরেরা দেখছে, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে তা খ্রিষ্টানদেরকে মুহাম্মদী মসীহ্‌র পতাকাতলে সমবেত দেখাচ্ছে; আমরা তো তা-ই দেখতে পাচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) পৃথিবীর অসংখ্য দেশে মিশন খুলেছেন। আফ্রিকায় আহমদী মুবাল্লেগদের সামনে খ্রিষ্টান মুবাল্লেগদের দাঁড়ানোর সাহস পর্যন্ত হত না। পরিশেষে তারা মানতে বাধ্য হয়েছে যে, খ্রিষ্টধর্মের প্রসারে আহমদীয়াত একটি বড় বাধা আর এগুলো তাদের রিপোর্টেও উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা আমরা দেখি যে, কাদিয়ানের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র হোক বা তবলীগের ময়দান হোক কিংবা হিজরতের সময় হোক সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ী এই খলীফা জামা'তরূপী জাহাজকে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান এবং জামা'তকে সুরক্ষিত রাখেন। অবশেষে ঐশী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যখন এ ধরাধাম থেকে বিদায় নেন তখন ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় কুদরতের তৃতীয় বিকাশ অর্থাৎ তৃতীয় খলীফাকে দাঁড় করান। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের হাতে জামা'তের সদস্যদের সমবেত করেন আর পুনরায় জামা'ত উন্নতির সোপান মাড়াতে থাকে। আফ্রিকাতে স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আফ্রিকাতে আহমদীয়াতের পরিচিতির এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়। সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আফ্রিকার কতিপয় দেশে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের প্রথম সফর হয় যার অস্বাভাবিক ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার দেশসমূহে কোন খলীফার এটিই প্রথম সফর ছিল যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার আহমদীদের বিরুদ্ধে এক কঠিন দমনপীড়নমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে নন-মুসলিম হওয়ার আইন পাশ করে তখন খিলাফতরূপী ঢালের আড়ালে থেকে এই ভয়ানক আক্রমণ থেকেও জামা'ত সফলভাবে বেরিয়ে আসে এবং জামা'তের উন্নতি প্রতিহত করার শত্রুদের অপচেষ্টা বিফল ও ব্যর্থ হয়। শত্রুরা যেখানে জামা'তের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেয়ার কথা বলত, তাদের এই বাসনা মাটিতে মিশে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক প্রাচুর্যের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত করেন। জামা'তের সদস্যদের যেখানে অর্থনৈতিকভাবে একেবারেই পঙ্গু করে দেয়া হয়েছিল বা যাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক প্রাচুর্যও দিয়েছেন এবং বহির্বিশ্বে বের হবার পথও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব, জার্মানী বা অন্যান্য স্থানে, যারা ১৯৭৪ সনের পর বহির্বিশ্বে এসেছেন এবং যারা আর্থিক প্রাচুর্যও পেয়েছেন, তাদের এসব কথা নিজেদের সন্তানসন্ততিকেও বলা উচিত যে, কীভাবে শত্রুরা অপচেষ্টা করেছিল আর এরপর খিলাফতের ছত্রছায়ায় কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন আর পূর্বের তুলনায় সহস্র সহস্রগুণ অধিক আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন!

এরপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসও আমাদের ছেড়ে চলে যান তখন আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মাধ্যমে জামা'তের ভয়কে নিরাপত্তায় বদলে দেন। শত্রুরা তখন জামা'তের উন্নতি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা নব উদ্যমে আক্রমণের নীলনকশা প্রস্তুত করে এবং আহমদীয়া খিলাফতকে অকেজো অঙ্গ বানিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে। শত্রুরা নিজেদের ধারণা অনুসারে জামা'তের শিরোশ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মহাপরিকল্পনা কী তা এই অজ্ঞ ও নির্বোধেরা জানে না। অস্বাভাবিক সাহায্য সমর্থনের সাথে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরত সম্পন্ন করান আর শত্রুরা অবাক তাকিয়ে থাকে। হিজরতের পর চতুর্থ খিলাফতের যুগে উন্নতির এক নব অধ্যায় সূচিত হয়; স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যুগ-খলীফার বাণী, আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী আহমদীদের ঘরে ঘরে এমনকি অ-আহমদীদের ঘরে ঘরে এবং দেশে দেশে পৌঁছা আরম্ভ হয়ে যায়; আর এভাবে তবলীগের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। অনেক দেশে আহমদীয়াতের চারা

রোপিত হয়, সেইসাথে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। পবিত্র কুরআনের প্রকাশনা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ আরম্ভ হয়ে যায়।

এরপর ঐশী নিয়তি অনুযায়ী ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইন্তেকাল করেন। এটিও জামা'তের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল আর শত্রুরা ধারণা করেছিল, আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এটি একটি মোক্ষম সুযোগ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আবারো জামা'তকে আগলে রাখেন এবং এমনভাবে আগলে রাখেন যে, বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরাও বলতে বাধ্য হয়েছে যে, যদিও আমরা তোমাদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তোমাদের সপক্ষে রয়েছে। খোদা তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য আমাদের সপক্ষে রয়েছে- একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা মানতে প্রস্তুত নয়। মু'মিনদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে পঞ্চম খিলাফতকাল আরম্ভ হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খিলাফতে রাশেদা চার খলীফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল আর তা ছিল মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে পঞ্চম খিলাফতকালের যে সূচনা হয় তা-ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের পর যেভাবে ইসলামের ইতিহাসে বহু নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, এই পঞ্চম খিলাফতকালও তারই একটি অংশ। শত্রুরা মনে করত, এখন জামা'তের নেতৃত্ব ততটা দৃঢ় হাতে নেই, কিন্তু তারা জানে না যে, প্রকৃত হাত তো খোদা তা'লার হাত হয়ে থাকে আর এই হাত যার সমর্থনে এবং যার সাথে থাকে তাকে তিনি সবল বানিয়ে দেন। বর্তমানে শত্রুদের হিংসুক দৃষ্টি পূর্বের চেয়ে বেশি জামা'তের উন্নতি অবলোকন করছে। এই খিলাফতকালে জামা'তের পরিচিতি এবং গোটা জগতে এর বহিঃপ্রকাশ অভাবনীয় পন্থায় হয়েছে। প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অসাধারণভাবে ঘটেছে। আমি নিতান্ত দুর্বল একজন মানুষ এবং আমার কোন যোগ্যতার কারণে এই উন্নতি হচ্ছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারের নীতি নির্ধারণকারীদের সামনে সংসদে জামা'ত যে পরিচিতি লাভ করছে, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতির সুবাদে হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার দৃষ্টান্ত অবলোকন করছি। কুরআনের প্রচার ও প্রসার এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের কাজ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এম.টি.এ.-র মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দেশে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাচ্ছে। প্রথমে একটি ভাষায় ছিল এবং চ্যানেলও একটি ছিল। বর্তমানে এম.টি.এ.-র ৮টি ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল সারাবিশ্বে কাজ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এম.টি.এ.-র স্টুডিও বানানো হয়েছে যেখান থেকে এম.টি.এ.-র অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। এখন কেবল একটি স্থানে নয়, বরং বেশ কয়েকটি স্থানে স্টুডিও তৈরি হয়েছে। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি স্থানে স্টুডিও তৈরি হয়েছে। আমরা যদি আমাদের সামর্থের কথা চিন্তা করি তবে এটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও ইসলামের প্রকৃত বাণী সারাবিশ্বে পৌঁছাচ্ছে। একদিকে যেখানে পাকিস্তান সরকার জামা'তের ওপর বিভিন্নভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি নতুন মাধ্যম আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন যা কোভিড মহামারির কারণে সামনে এসেছে। অনলাইন মুলাকাত কিংবা ভার্চুয়াল মুলাকাতের মাধ্যমে মিটিং হচ্ছে, আমার সাথে সাক্ষাতও হচ্ছে, যার ফলে জামা'তের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামা'তের সদস্যরা সরাসরি যুগ-খলীফার কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিচ্ছে। আমি এখানে লন্ডন থেকে কখনো আফ্রিকার কোন দেশের সাথে, কখনো ইন্দোনেশিয়ার সাথে, কখনো অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকার সাথে সাক্ষাত করি, যার সবই আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ। অতএব আমাদের কখনো এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের যে দৃশ্য দেখাচ্ছেন এবং খিলাফতরূপী যে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, আমাদেরকে সর্বদা একারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এই নিয়ামতের কল্যাণ থেকে লাভবান হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এ জামা'তের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু আমরা যদি এ থেকে কল্যাণ লাভ করতে চাই তবে নিজেদের ভূমিকাও আমাদেরকে পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে অবনত হতে হবে। খিলাফতরূপী নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আমাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রকাশ পাওয়া জরুরী। খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের

অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রক্ষাকল্পে যে কোন কুরবানীর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই আমরা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরদেরকে খিলাফতের অনুগত বানানোর দায়িত্ব পালন করতে পারব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হবার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যারা ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে সর্ব প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবে। যেমন তিনি (আ.) বলেন,

খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন, এটা কখনো মনে করবে না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা ভূমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেন, এ বীজ (সংখ্যায়) বৃদ্ধি পাবে, ফুল দেবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে এবং এক মহামহিরূহে পরিণত হবে। সুতরাং কল্যাণমণ্ডিত তারা, যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিপদাবলীকে ভয় করে না। কেননা বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, যেন খোদা তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মাঝে কে নিজ বয়আতের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। তার জন্ম না হলেই তার জন্য ভাল ছিল। কিন্তু সেসব ব্যক্তি, যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, তাদের ওপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, জাতিসমূহ তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে ও জগত তাদের প্রতি চরম ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দ্বারসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। খোদা তা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে, অর্থাৎ এমন ঈমান এনেছে যাতে পার্থিবতার কোন সংমিশ্রণ নেই আর সেই ঈমান কপটতা ও ভীরুতাদুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর থেকে বিবর্জিত নয়, এমন ব্যক্তিরা খোদার প্রিয়ভাজন। খোদা তা'লা বলেন, তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, ঐশী বাণী আমাকে সম্বোধন করে বলেছে, নানান দৈব দুর্বিপাক দেখা দিবে আর বহু বিপদাপদ ভূপৃষ্ঠে প্রকাশ পাবে। কোনটি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হবে এবং কিছু আমার পরে প্রকাশিত হবে। তিনি এই সিলসিলাকে (জামা'তকে) পূর্ণ উন্নতি দান করবেন- কিছু আমার হাতে এবং কিছু আমার পরে।

সুতরাং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এসব উন্নতি হবে। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে অবিচল রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের পূর্ণ উন্নতির দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকনের সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার সৌভাগ্য দিন যেন আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার পূর্ণ হবার দৃশ্য আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমাদের ইবাদত, আমাদের নামায ও আমাদের কর্মসমূহ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। আমরা যেন খিলাফতের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারি এবং নিজ বংশধরদেরকেও এ বিষয়ে অবগত করতে পারি, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরগণ এ নিয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকে।

আজও আমি দোয়ার কথা বলতে চাই, পাকিস্তানের আহমদীদেরও দোয়ায় স্মরণ রাখুন, নির্যাতিত আহমদীরা যেখানকারই হোক না কেন, তাদেরকে দোয়াতে স্মরণ রাখুন। নির্যাতিত মুসলমানদেরকে, তারা ফিলিস্তিন বা যে স্থানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে দোয়াতে স্মরণ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সবার সমস্যা দূর করুন এবং সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। সব আহমদী যেন প্রকৃতরূপে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা পালন করতে পারে এবং সত্যিকার আহমদী হতে পারে। সেসব মুসলমান, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এখনো চিনতে পারে নি, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাঁকে চেনার ও তাঁর বয়আত করার সৌভাগ্য দান করুন। সমগ্র পৃথিবীতে আমরা যেন যথাশীঘ্র ইসলামের পতাকা এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন হতে দেখি এবং পৃথিবীর সর্বত্র তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। (আমীন)

*(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*


DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO = 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

০৪ জুন, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

# হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

## *বিষয়বস্তু:*
## *হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ*

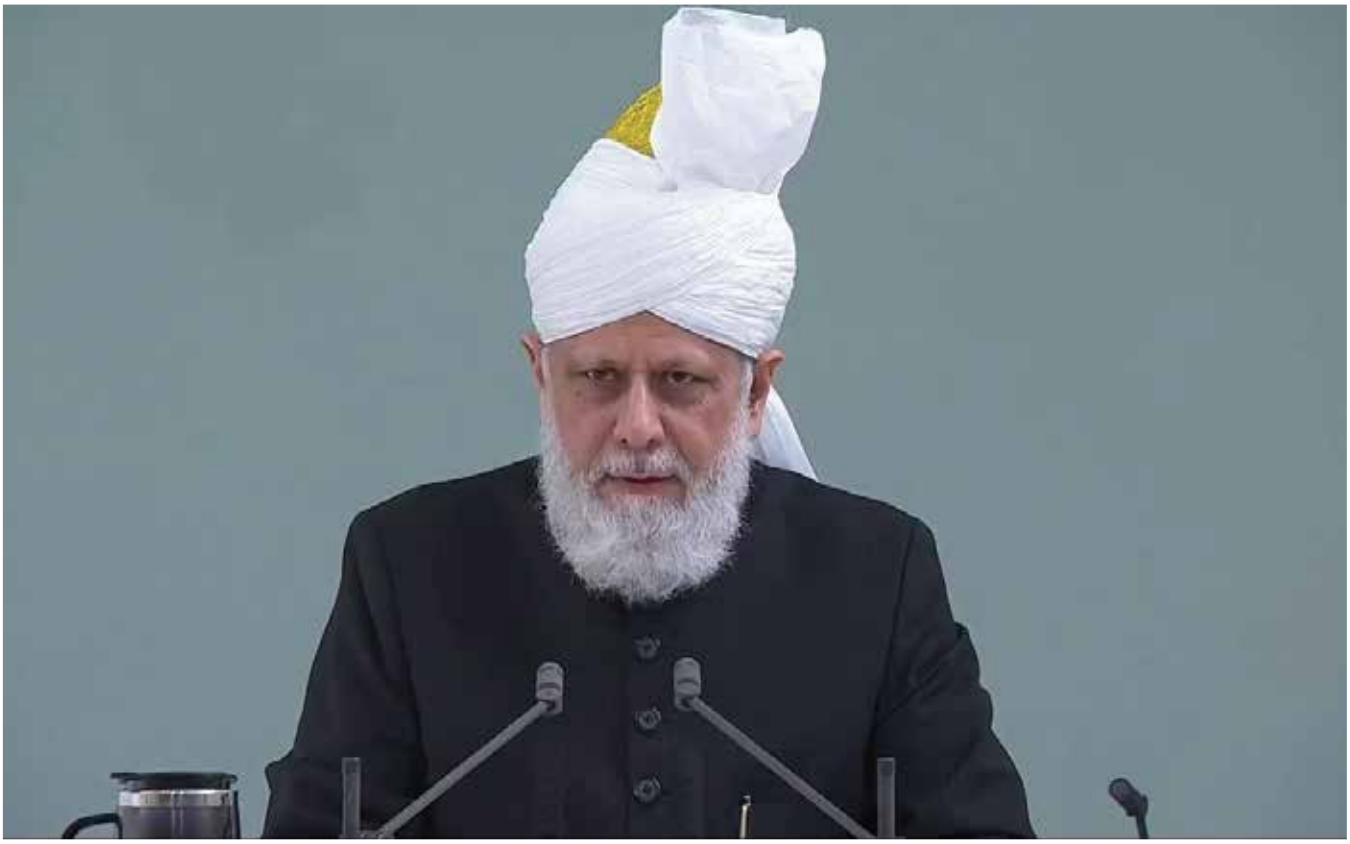

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বিগত খুতবাগুলোতে হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল এবং বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের (কথা) বর্ণনা করা হয়েছিল। 'হামরাউল আসাদ' এর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন আর কাফিররা মক্কার পথে যাত্রা করে; কিন্তু কুরায়েশদের পুনরায় আক্রমণের সংবাদ পেলে তিনি (সা.) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে 'হামরাউল আসাদ' (নামক) স্থান পর্যন্ত যান। 'হামরাউল আসাদ'মদিনা থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এই যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে কিছুটা বর্ণনা তুলে ধরছি।

কুরায়েশ বাহিনী বাহ্যত মক্কার পথে যাত্রা করেছিল, তবে এই আশঙ্কাও ছিল যে, তাদের এই কাজ মুসলমানদের উদাসীন করার উদ্দেশ্যে হতে পারে। আর এ শঙ্কা ছিল যে, পাছে তারা ফিরে এসে অতর্কিতে মদিনার ওপর আক্রমণ না করে বসে। এজন্য সে রাতে মদিনায় পাহারার

ব্যবস্থা করা হয়, আর বিশেষভাবে সাহাবীরা সারারাত মহানবী (সা.)-এর বাড়ি পাহারা দেন। প্রত্যুষে জানা যায়, এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না, কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.) এই সংবাদ লাভ করেন যে, কুরায়েশ বাহিনী মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে থেমে গিয়েছে আর কুরায়েশ নেতাদের মধ্যে এই বিতর্ক চলছে যে, এই বিজয়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মদিনায় আক্রমণ করে বসলে কেমন হয়! আর কোন কোন কুরায়েশ পরস্পরকে ভর্ৎসনা করছে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যাও কর নি আর মুসলমান নারীদের দাসীও বানাতে পার নি, আর তাদের ধন-সম্পদও করায়ত্ত করতে পারো নি। বরং তোমরা যখন তাদের ওপর জয়যুক্ত হয়েছ আর তাদেরকে নিশ্চিহ্ন বা নির্মূল করার সুযোগ লাভ করেছ, তখনও তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছ যাতে তারা পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে। তাই এখনও সুযোগ আছে, ফিরে চল আর মদিনার ওপর আক্রমণ করে মুসলমানদের সমূলে উৎপাটিত কর। আরেক দল বলছিল, যা কিছু ঘটেছে একে পুরস্কার জ্ঞান কর এবং মক্কায় ফিরে চল; পাছে এমন না হয় যে, যুদ্ধ জয়ের ফলে সামান্য যে খ্যাতি লাভ হয়েছে তাও আবার হাত ছাড়া হয়ে যায়, আর এই বিজয় পরাজয়ে রূপ নেয়। কিন্তু অবশেষে অতি উৎসাহী লোকদের মতামত প্রাধান্য পায় আর কুরায়েশরা মদিনা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনার সংবাদ পান তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেন যেন মুসলমানরা প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু পাশাপাশি এই নির্দেশও প্রদান করেন– যারা উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিল তারা ছাড়া অন্য কেউ আমাদের সাথে যেন না যায়। একস্থলে এটিও বর্ণনায় এসেছে যে, কুরায়েশদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যখন মহানবী (সা.) জ্ঞাত হন তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা উভয়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন। অতএব, উহুদের মুজাহিদীন বা যোদ্ধারা- যাদের অধিকাংশই আহত ছিলেন, (তারা) নিজেদের ক্ষতস্থান বেঁধে তাদের মনিবের সাথে যাত্রা করেন। আর লেখা আছে যে, এ সময় মুসলমানরা এরূপ আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যাত্রা করে যেমনটি কোন বিজয়ী সৈন্যবাহিনী (বিজয়ের) পর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়। আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সা.) 'হামরাউল আসাদ'-এ পৌঁছেন। তখন যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল (তাই) তিনি (সা.) এখানেই শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, মাঠের বিভিন্ন স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হোক। অতএব, নিমিষেই 'হামরাউল আসাদ' এর মাঠে পাঁচশ'টি অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, যা দূর থেকে দেখা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়কে ভীত-ত্রস্ত করত। সম্ভবত এ সময়েই খুযাআ' গোত্রের মা'বাদ নামক একজন মুশরিক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর (সা.) কাছে উহুদের যুদ্ধে নিহতদের বিষয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং এরপর আপন পথে যাত্রা করেন। পরদিন তিনি যখন রওহা নাম স্থানে পৌঁছেন তখন দেখেন কুরায়েশদের সেনাবাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করে রেখেছে এবং পুনরায় মদিনা অভিমুখে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মা'বাদ তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানের নিকট যায় এবং তাকে বলে, এ তোমরা কী করতে যাচ্ছ? খোদার কসম! আমি তো এখনি মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে আসলাম আর এমন প্রতাপশালী সেনাবাহিনী আমি কখনো দেখি নি। উহুদের পরাজয়ের অনুতাপে তাদের মাঝে এমন উত্তেজনা কাজ করছে যে, তোমাদেরকে দেখামাত্র নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী-সাথীদের ওপর মা'বাদের কথার এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা পুনরায় মদিনা যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ মক্কাভিমুখে যাত্রা করে। কুরায়েশদের সৈন্যবাহিনীর এভাবে পলায়ন করার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, এটি খোদারই প্রতাপ যা কাফেরদের হৃদয়ের ওপর ভর করেছে। এরপর তিনি (সা.) হামরাউল আসাদে আরো দু'তিনদিন অবস্থান করেন।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ: বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরী সনের শা'বান মাসে। এই যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,

কুরায়েশদের বিরোধিতা প্রতিনিয়ত আরো ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করছিল। তারা তাদের বিরোধিতায় আরবের বহু গোত্রকে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের শত্রুতা এক নতুন শঙ্কা সৃষ্টি করে দিয়েছে আর তা হল, হেজাযের যেসব গোত্র মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতো, তারাও এখন কুরায়েশের ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিল নামকরা গোত্র বনু খুযাআ। আর এদেরই একটি শাখা বনু মুস্তালিক মদিনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয় এবং তাদের নেতা হারেস বিন আবি যিরার অত্র অঞ্চলের অন্যান্য গোত্রে সফর করে আরো কিছু গোত্রকেও নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়। মহানবী (সা.) যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি বাড়তি সতর্কতা হিসাবে বুরায়দা বিন হুসায়েব নামক নিজের এক সাহাবীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে

বনু মুস্তালিক অভিমুখে পাঠান এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, তিনি যেন যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। বুরায়দা গিয়ে দেখেন, সত্যিই এক বড় জমায়েত এবং খুবই উদ্দীপনার সাথে মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলছে। তিনি তড়িৎ ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন এবং তিনি (সা.) যথারীতি মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষার জন্য বনু মুস্তালিকের দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং অনেক সাহাবী তাঁর (সা.) সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, এমনকি মুনাফিকদেরও একটি বড় সংখ্যা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, যারা এর আগে কখনো এত বড় সংখ্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। মহানবী (সা.) নিজের অনুপস্থিতিতে হযরত আবু যার গিফারী বা কতিপয় বর্ণনা অনুসারে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। বাহিনীতে কেবল ত্রিশটি ঘোড়া ছিল, যদিও উটের সংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। এই উট ও ঘোড়াতেই পালাক্রমে চড়ে মুসলমানরা সফর করেন। পথিমধ্যে মুসলমানরা কাফেরদের এক গুপ্তচরকে পেয়ে যায়। তারা তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত করে। সে যে আসলেই কাফেরদের গুপ্তচর এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি (সা.) তার কাছ থেকে কাফেরদের অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, কিন্তু সে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানায়। আর যেহেতু তার আচরণ সন্দেহজনক ছিল তাই প্রচলিত রীতি অনুসারে যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করেন আর এরপর ইসলামী সৈন্যবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়।

বনু মুস্তালিক গোত্র যখন জানতে পারে যে, মুসলমানদের আগমন আসন্ন প্রায়, আর এই সংবাদও পায় যে, তাদের গুপ্তচরকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। কেননা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনভাবে মদিনায় অতর্কিত আক্রমণ করা। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে এখন তাদের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। তারা খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, আর অন্যান্য যেসব গোত্র তাদেরকে সাহায্য করতে এসেছিল, ঐশী পরিকল্পনার ফলে তারা এমন ভয় পেয়ে যায় যে, তারা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যায়। কিন্তু বনু মুস্তালিককে কুরায়েশরা মুসলিম-বিদ্বেষের নেশায় এতটা মাতাল করে দিয়েছিল যে, তারা তবুও যুদ্ধ করার ইচ্ছা থেকে বিরত হয় নি এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ইসলামী বাহিনীর মোকাবিলার জন্য বসে থাকে। মহানবী (সা.) যখন মুরায়সী নামক স্থানে পৌঁছেন, যার পাশেই বনু মুস্তালিকের শিবির ছিল, যা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি জায়গার নাম, তখন তিনি (সা.) সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। সৈন্যদের সারিবদ্ধ করা এবং পতাকা বিতরণের পর তিনি (সা.) হযরত উমরকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এগিয়ে গিয়ে বনু মুস্তালিকের মাঝে ঘোষণা প্রদান করেন যে, যদি এখনো তারা ইসলামের শত্রুতা পরিহার করে এবং মহানবী (সা.)-এর শাসন মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে আর মুসলমানরা ফিরে যাবে। কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এমনকি বর্ণিত আছে, এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম যে তীর নিক্ষেপ করা হয় তা তাদেরই একজন করেছিল। মহানবী (সা.) যখন তাদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনিও সাহাবীদের যুদ্ধের নির্দেশ দেন; শত্রুপক্ষ বা বিরোধীরা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিল। দু'পক্ষের মধ্যে স্বল্পক্ষণ তীর বিনিময় হয়। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের সংঘবদ্ধভাবে হামলা করার নির্দেশ দেন যে 'একযোগে আক্রমণ কর'; আর এই আকস্মিক হামলার ফলে কাফের বাহিনীর পা হড়কে যায়। কিন্তু মুসলমানরা এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের পরিবেষ্টন করে যে, পুরো জাতি অবরুদ্ধ হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র দশজন কাফের এবং এক মুসলমানের মৃত্যুর মাধ্যমে এই যুদ্ধ, যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারত, তা সমাপ্ত হয়ে যায় ।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখেন, এ ক্ষেত্রে এটিও উল্লেখ করা আবশ্যক, এ যুদ্ধ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিক গোত্রের উপর এমন সময় হামলা করেছিলেন যখন তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় নিজেদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যাবে, এই বর্ণনা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং দুটি বর্ণনা দুটো ভিন্ন সময়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। ঘটনা হল, ইসলামী সৈন্যবাহিনী যখন বনু মুস্তালিকের কাছাকাছি পৌঁছে তখন তারা মুসলমান বাহিনীর আগমনের কথা জানলেও মুসলমানরা একেবারে কাছে এসে গেছে- একথা জানতো না; তাই তারা যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত ছিল। সেই অবস্থার দিকেই বুখারীর বর্ণনায় ইশারা রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের আসার সংবাদ পাওয়ার পর তারা তাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়; এই অবস্থার কথাই ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। এই মতভিন্নতার এরূপ ব্যাখ্যাই আল্লামা ইবনে হাজার এবং অন্যান্য কতিপয় গবেষক করেছেন, আর এটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে একটি ঘটনাও ঘটে; সহীহ মুসলিমে এর বর্ণনা রয়েছে। হযরত

জাবের বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমরা এক যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলাম, অর্থাৎ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে। তখন মুহাজিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আনসারদের কোন এক ব্যক্তির পিঠে আঘাত করে। এর ফলে সেই আনসার 'হে আনসারগণ' বলে ডাক দেয়, আর মুহাজির ব্যক্তিও 'হে মুহাজিরগণ' বলে ডাক দেয়। অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজির উভয়ই নিজ নিজ দলের লোকদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। মহানবী (সা.)-এর নিকট এ বিষয়টি পৌঁছার পর তিনি (সা.) বলেন, এ কেমন অজ্ঞতার যুগের কথাবার্তা হচ্ছে? [অর্থাৎ তিনি (সা.) যখন এই হৈচৈ শুনতে পান, তখন।] তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মুহাজিরদের এক ব্যক্তি আনসারদের এক ব্যক্তির পিঠে আঘাত করেছে। একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, এসব কথা বাদ দাও, এগুলো মন্দ কথা। এধরনের বৃথা কথা বল না, সামান্য সামান্য কথায় ঝগড়াবিবাদ শুরু করে দিও না! আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-ও সেখানে ছিল; সে একথা শুনার পর বলে, সে তো এমন করেছে, [অর্থাৎ একজন মুহাজির এক আনসারের কোমরে আঘাত করেছে, সে হয়ত একটা থাপ্পড়ই মেরেছিল বা হয়ত দু'টো থাপ্পড়ই মেরেছিল;] কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদিনায় ফিরে গেলে অবশ্যই সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি (নাঊযুবিল্লাহ্) সর্বাধিক লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দেবে। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে এই মুনাফিকের (তথা কপট ব্যক্তির) শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। এর প্রেক্ষিতে হুযূর (সা.) বলেন, বাদ দাও। পাছে লোকজন এমন কথা না বলে বেড়ায় যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজ সঙ্গীদের হত্যা করে! সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে; এটি আমি বাদ দিচ্ছি, কেননা ইতোপূর্বেই এটি আমি বর্ণনা করে দিয়েছি। যাহোক আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর শেষের দিকের কথা উল্লেখ করে সীরাত ইবনে হিশামে লিখা আছে, এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই যখনই এমন উল্টোপাল্টা কথা বলত তখন তার জাতির লোকেরাই তাকে চরম অলস বলত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন এ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)- কে বলেন, হে উমর! যেদিন তুমি আমাকে তাকে হত্যা করাতে বলেছিলে, [অর্থাৎ হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলে;] সেদিন যদি আমি তাকে হত্যা করিয়ে দিতাম তাহলে মানুষ নাক সিঁটকাতো। কিন্তু এখন যদি সেসব লোককেই আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিই, তাহলে তারা নিজেরাই তাকে হত্যা করে ফেলবে। আজ দেখ! ধৈর্যধারণ করার ফলে এবং (বাস্তব) পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার দরুন একদিন যারা তার সহমর্মী ছিল, তারাই আজ তার বিরোধী হয়ে গেছে। এখন তারা তাকে হত্যা করতেও প্রস্তুত। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝে গিয়েছি যে, বরকতের দৃষ্টিকোণ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা নিঃসন্দেহে আমার কথা অপেক্ষা অনেক মহান ছিল।

মহানবী (সা.) যখন মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর জানাযার নামায পড়তে উদ্যত হন তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমাকে তার জন্য ইস্তেগফার করা বা না করা– দু'টোরই অধিকার দেয়া হয়েছে। কাজেই মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লা এ ধরনের লোকদের জানাযা পড়াতে পুরোপুরি নিষেধ করে দেন, তখন মহানবী (সা.) মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে আবু সালামা বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) সূর্যাস্তের পর আসেন এবং কাফের কুরায়েশদের তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তো আসরের নামায পড়তে পারি নি, কিন্তু সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! আমিও পড়ি নি। এর ফলে আমরা উঠে বুতহানের দিকে যাই। বুতহানও মদিনার উপত্যকাগুলোর একটি উপত্যকা। মহানবী (সা.) নামাযের জন্য ওজু করেন, সাথে আমরাও ওজু করি এবং সূর্যাস্তের পর আসরের নামায পড়ি; আর এরপর তিনি (সা.) মাগরিবের নামায পড়েন। এটি বুখারী শরীফের হাদীস। এ প্রসঙ্গে এই বিতর্ক হয়ে থাকে যে, খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন সময় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা কত ওয়াক্তের নামায পড়তে পারেন নি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, একটি বর্ণনা এরূপ যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর (রা.) সেই কাফেরদের তিরস্কার করে বলেন, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে অথচ আমি আসরের নামায পড়তে পারি নি। তিনি (রা.) বলেন, এজন্য আমরা বুতহান উপত্যকায় থামি। তিনি সেখানে সূর্যাস্তের পর (আসরের) নামায পড়েন এবং এরপর মাগরিবের নামায পড়েন। এটিও বুখারী শরীফেরই হাদীস। প্রথম বর্ণনায় ছিল যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন।

এরপর হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই কাফেরদের বাড়িঘর এবং তাদের কবরগুলো আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন, কেননা তারা আমাদেরকে (যুদ্ধক্ষেত্রে)

ব্যস্ত রেখেছে এবং সালাতে উসতা, অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায আদায়ের সুযোগও দেয় নি, অথচ এদিকে সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনাটিও বুখারী শরীফের। হযরত আবু উবায়দা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে বিরত রাখে আর এ অবস্থায় রাতের ততটা অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় যতটা আল্লাহ্ চেয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে আদেশ দিলে তিনি (রা.) আযান দেন। এরপর তিনি (সা.) ইকামত দিতে বলেন এবং যোহরের নামায পড়ান। পুনরায় ইকামত দিতে বলেন এবং আসরের নামায পড়ান। মহানবী (সা.) আবার ইকামত দিতে বলেন এবং মাগরিবের নামায পড়ান। এরপর পুনরায় তিনি (সা.) ইকামত দিতে বলেন এবং এশার নামায পড়ান। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরূপ যাবতীয় বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে কেবল একটি বর্ণনাকে সঠিক ও নির্ভুল আখ্যায়িত করেন যাতে আসরের নামাযের কথা স্বাভাবিকের তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে আদায় করার কথা বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর চার বেলার নামায ক্বাযা করা সম্পর্কে পাদ্রী ফতেহ্ মসীহ্‌র আপত্তির উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

খন্দক তথা পরিখা খনন করার সময় চার ওয়াক্তের নামায ক্বাযা করা হয়েছিল– এটি আপনার উপর শয়তানি প্ররোচণা। কেননা প্রথমত আপনাদের জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই যে, 'ক্বাযা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ওহে মূর্খ! 'ক্বাযা' নামায আদায় করাকে বলা হয়, নামায পরিত্যাগ করাকে নয়! নামায পরিত্যাগ করাকে কখনোই ক্বাযা বলা হয় না। যদি কারো নামায বাকি রয়ে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'ফওত', অর্থাৎ নামায 'ফওত' হয়ে গিয়েছে। আমি কি এজন্যই পাঁচ হাজার রুপিয়া (পুরস্কার ঘোষণা করে) বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যেন এমন নির্বোধও ইসলামের উপর আপত্তি করে, যে এখনো 'ক্বাযা' শব্দের অর্থই জানে না?! যে ব্যক্তি যথাস্থানে শব্দের প্রয়োগই করতে পারে না সেই নির্বোধ কীভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে সমালোচনা করার যোগ্যতা রাখতে পারে? বাকি রইল– খন্দক তথা পরিখা খননের সময় চার ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া হয়েছিল; তো এই অজ্ঞতামূলক প্ররোচনার জবাব হল– আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ধর্মে কোন কাঠিন্য নেই, অর্থাৎ এমন কোন কঠোরতা নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। এজন্য তিনি প্রয়োজনের সময় এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে নামাযগুলো একত্রে পড়ার এবং সংক্ষিপ্ত করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে চার ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ নেই। বরং সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যা ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে, ঘটনা কেবল এতটুকুই ঘটেছিল যে, এক বেলার নামায, অর্থাৎ আসরের নামায যথাসময়ের তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে আদায় করা হয়েছিল। এই বিরুদ্ধবাদীকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন, এখন যদি আপনি আমার সামনে থাকতেন তাহলে আপনাকে আমি সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, চার বেলার নামায 'ফওত' হয়েছিল– এরূপ হাদীস কি আদৌ মুত্তাফাক আলাইহে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস)? তাছাড়া চার বেলার নামায অর্থাৎ যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একসাথে পড়া তো শরীয়তের বিধান অনুসারেই বৈধ। তবে হ্যাঁ! একটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সহীহ্ হাদীস একে প্রত্যাখ্যান করে আর শুধু এতটুকুই সাব্যস্ত হয় যে, আসরের নামায সংকীর্ণ সময়ে পড়া হয়েছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা সম্পর্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হল, মহানবী (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাবকে মক্কায় প্রেরণের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠান যেন তিনি কুরায়েশ নেতাদের গিয়ে বলেন, হুযূর (সা.) কী উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরায়েশদের পক্ষ থেকে আমার প্রাণের শঙ্কা আছে। কেননা তারা আমার সাথে তাদের শত্রুতা সম্পর্কে (বিশেষভাবে) অবগত। তারা জানে, আমি সেই কুরায়েশদের কত বড় শত্রু এবং আমি তাদের সাথে কতটা কঠোরতা করি। এছাড়া আমার গোত্র বনু আদী বিন কা'ব-এর কেউই মক্কায় নেই যে আমাকে রক্ষা করবে। এজন্য তিনি কিছুটা সংকোচ প্রকাশ করেন। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা.) এসময় মহানবী (সা.)-এর সমীপে আরো নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি চাইলে আমি তাদের নিকট যাচ্ছি। কিন্তু মহানবী (সা.) কিছুই বলেন নি। হযরত উমর (রা.) আরও নিবেদন করেন, আমি আপনাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছি যিনি কুরায়েশদের নিকট আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত, অর্থাৎ হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)। তখন হুযূর (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে এনে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতাদের নিকট প্রেরণ করেন যেন হযরত উসমান (রা.) তাদেরকে অবগত করেন যে, হুযূর (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেন নি; তিনি (সা.) কেবল কা'বার যিয়ারত এবং এর সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এসেছেন। হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় এ বিষয়টি

বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কুরায়েশদের প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমরের পুত্র আবু জান্দাল বেড়ি ও হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় বহু কষ্টে সেই সভায় এসে উপস্থিত হয়। মুসলমান হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা এই যুবককে বন্দী করেছিল এবং ভয়াবহ নির্যাতনের মধ্যে রেখেছিল। সে যখন জানতে পারে মহানবী (সা.) মক্কার এতটা নিকটে এসেছেন, তখন সে কোনক্রমে মক্কাবাসীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজ বেড়িতে জড়ানো অবস্থায় পড়িমড়ি করে হুদায়বিয়ায় পৌঁছে যায়। ঘটনাক্রমে সে সেই সময়েই গিয়ে উপস্থিত হয় যখন তার পিতা চুক্তির এই শর্ত লিখাচ্ছিল যে, মক্কার অধিবাসীদের মধ্য থেকে মুসলমানদের কাছে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফেরত পাঠাতে হবে, যদিও সে মুসলমান হয়। আবু জান্দাল পড়িমড়ি করে মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হয় এবং করুণ স্বরে চিৎকার করে বলে, হে মুসলমানেরা! কেবল ইসলামের জন্যই আমাকে এমন নিদারুণ শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে আমাকে রক্ষা কর! এ দৃশ্য দেখে মুসলমানরা কেঁপে ওঠে, কিন্তু সুহায়েলও জেদ ধরে বসে এবং মহানবী (সা.)-কে বলে, এই চুক্তি অনুযায়ী আপনার কাছে আমি আমার প্রথম যে দাবীটি উপস্থাপন করছি তা হল, আবু জান্দালকে আমার হাতে তুলে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই চুক্তি তো এখনো সম্পূর্ণই হয় নি; আলোচনা চলছে মাত্র, এখনো চূড়ান্ত হয় নি। সুহায়েল বলে, আপনি যদি আবু জান্দালকে ফেরত না দেন তাহলে ধরে নিন– এই চুক্তির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। মহানবী (সা.) বিষয়টি শেষ করার জন্য বলেন, আরে বাদ দাও না! আবু জান্দালকে না হয় দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপই আমাদেরকে দিয়ে দাও। সুহায়েল বলে, না না, এটি কখনোই মানব না! তিনি (সা.) বলেন, সুহায়েল! জেদ কর না, আমার কথাটি মেনে নাও। সুহায়েল বলে, এ বিষয়টি আমি কখনোই মেনে নিতে পারব না। এ সময়ে আবু জান্দাল আবার চিৎকার করে বলে, হে মুসলমানেরা! তোমাদের এক মুসলমান ভাইকে কি এভাবে এই কঠোর নির্যাতিত অবস্থায় মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে? এটি একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, তখন আবু জান্দাল মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে নি বরং সাধারণ মুসলমানের কাছে নিবেদন করেছে। সম্ভবত এর কারণ এটি ছিল যে, সে জানত, মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যতই বেদনা থাকুক না কেন– চুক্তির কার্যক্রমে তিনি (সা.) কোনক্রমেই কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দিবেন না। কিন্তু সম্ভবত সাধারণ মুসলমানদের কাছে সে এই আশা করেছিল যে, তারা হয়ত আত্মাভিমানের ফলে, যখন কেবলমাত্র সন্ধির শর্ত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন এমন কোন পথ বের করবে যার ফলে তার মুক্তির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মুসলমনরা যত উত্তেজনায়-ই থাকুক না কেন, মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কোন পদক্ষেপ নিতে পারত না। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব্যথাতুর কণ্ঠে আবু জান্দালকে বলেন, হে আবু জান্দাল! ধৈর্য ধারণ কর আর খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি রাখ। খোদা তা'লা তোমার জন্য এবং তোমার মতো অন্যান্য দুর্বল মুসলমানের জন্য অবশ্যই স্বয়ং কোন পথ বের করবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা নিরুপায়, কেননা মক্কাবাসীদের সাথে চুক্তি নির্ধারিত হয়েছে আর আমরা এই চুক্তির বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব না।

মুসলমানরা এই দৃশ্য দেখছিল আর ধর্মীয় আত্মাভিমানে তাদের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সামনে ভয়ে তারা নিশ্চুপ ছিল। অবশেষে হযরত উমর (রা.) সইতে পারেন নি। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসেন। আর কম্পমান কণ্ঠে বলেন, আপনি কি খোদা তা'লার সত্য রসূল নন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই (আমি আল্লাহ্‌র সত্য রসূল)। উমর বলেন, আমরা কি সত্যের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নই আর আমাদের শত্রুরা মিথ্যার ওপর নয়? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, বিষয় এমনই। উমর বলেন, তাহলে আমরা আমাদের সত্য ধর্মের বিষয়ে এই অপমান কেন সহ্য করব? তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর অবস্থা দেখে সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলেন, দেখ উমর, আমি খোদার রসূল। আমি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় জানি এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না। আর তিনিই আমার সাহায্যকারী, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই আমার সাহায্যকারী। কিন্তু হযরত উমর এর ক্ষোভ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি বলেন, আপনি কি আমাদের এ কথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করব। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি এটিও বলেছিলাম যে, এই তাওয়াফ নিশ্চিতভাবে এ বছরই হবে। তিনি বলেন, না, এমনটি বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে অপেক্ষা কর। তুমি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কাবাগৃহ তাওয়াফ তথা প্রদক্ষিণ করবে। কিন্তু এই উত্তেজিত অবস্থায় হযরত উমর আশ্বস্ত হন নি। তথাপি মহানবী (সা.)-এর যেহেতু বিশেষ প্রতাপ ছিল, তাই হযরত উমর সেখান থেকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসেন আর তাঁর সাথেও একই রকম উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-ও সেরূপই উত্তর দেন, কিন্তু একইসাথে

হযরত আবু বকর (রা.) নসীহতস্বরূপ বলেন যে, দেখ উমর! সতর্ক থাক। আর আল্লাহ্‌র রসূলের রেকাবে তুমি যে হাত রেখেছ, তা ঢিলা হতে দিও না। কেননা খোদার কসম! এই ব্যক্তি, যার হাতে আমরা নিজের হাত দিয়েছি, অবশ্যই সত্য। হযরত উমর বলেন, তখন আমি নিজ উত্তেজনায় যদিও এসব কথা বলেছি, কিন্তু পরবর্তীতে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হই, আর আমি তওবা হিসেবে এই দুর্বলতার প্রভাবকে দূর করার জন্য বহু নফল আমল সম্পাদন করি, অর্থাৎ সদকা করি, রোযা রাখি, নফল নামায আদায় করি, ক্রীতদাস মুক্ত করি, যেন আমার এই দুর্বলতার দাগ মুছে যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নিজ খিলাফতের পূর্বে জলসায় একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি জলসায় বক্তৃতা করতেন। সেখান থেকে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি অংশ আমি এখানে বর্ণনা করছি, তিনি বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যথা ও অস্থিরতার সেই চিৎকার, যা প্রশ্নের আকারে হযরত উমরের হৃদয় থেকে বের হয়েছে (তা) আরও বহু হৃদয়েও প্রচ্ছন্ন ছিল। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে আবেগসমূহকে হযরত উমর ভাষা দিয়েছেন সেগুলো শুধু উমরেরই নয় বরং অন্যদেরও আবেগ ছিল। আর শত শত হৃদয়ে এরূপ চিন্তাভাবনা উত্তেজনা সৃষ্টি করে রেখেছিল, কিন্তু হযরত উমর-এর সেগুলো প্রকাশের সাহস দেখানো এমন এক ভুল হয়েছে যে, এরপর হযরত উমর সারাজীবন এর জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি অনেক রোযা রাখেন, অনেক ইবাদত করেন, অনেক সদকা দেন, আর ইস্তিগফার করতে করতে সিজদাগাহকে সিক্ত করেন; কিন্তু অনুতাপের পিপাসা নিবারণ হয় নি। হুদায়বিয়ার উৎকণ্ঠা তো সাময়িক ছিল, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ রহমত খুব শীঘ্র প্রশান্তিতে বদলে দেয়; কিন্তু সেই উৎকণ্ঠা, যা অধৈর্য হয়ে করা এই প্রশ্নের কারণে উমরের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল, তা এক স্থায়ী উৎকণ্ঠায় রূপ নেয়, যা কখনো তাঁর পিছু ছাড়ে নি। সর্বদা আক্ষেপের সাথে তিনি এটিই বলতেন যে; হায়! আমি যদি মহানবী (সা.)-কে সেই প্রশ্নটি না করতাম! তিনি বলেন, বহুবার আমি ভাবি যে, মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাসের সময় হযরত উমর (রা.) যখন 'লা লী ওয়ালা আলাইয়্যা' জপ করছিলেন যে, হে খোদা! আমি তোমার কাছে নিজের পুণ্যের প্রতিদান চাই না, তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর; তখন সকল ভুলের চেয়ে বেশি একটি ভুলের কল্পনা তাকে বিচলিত করে থাকবে, যা হুদায়বিয়ার মাঠে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। সন্ধিচুক্তি লেখার সময় সাহাবীদের উদ্বেগ এবং মন ভেঙে যাওয়ার চিত্র দেখে মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের অবস্থার রহস্য তাঁর (সা.) ঐশী প্রভু এবং সীমাহীন ভালোবাসা পোষণকারী সর্বোত্তম বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানতো না। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর কথার উত্তরে যে তিনটি মাত্র বাক্য তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, তাতে চিন্তাশীলদের জন্য তিনি অনেক কিছু বলে দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে মুসলমান এবং কুরায়েশদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে হযরত উমরেরও স্বাক্ষর ছিল। এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

এ চুক্তির দুটি কপি প্রস্তুত করা হয় এবং সাক্ষীস্বরূপ উভয়পক্ষের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি এতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবু উবায়দা ছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের পর সুহায়েল বিন আমর চুক্তির একটি কপি নিয়ে মক্কায় ফিরে যায় আর দ্বিতীয় কপি ছিল মহানবী (সা.) এর কাছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখা আছে যে,

কুরবানী ইত্যাদি শেষ করে মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন তাঁর হুদায়বিয়ায় আসার প্রায় বিশ দিন হয়ে গিয়েছিল। ফিরতি যাত্রায় যখন তিনি (সা.) উসফান এর নিকট 'কুরা আল গামিম'-এ পৌঁছেন, উসফান মক্কা থেকে ১০৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত, আর 'কুরা আলগামিম' উসফান থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এটি ছিল রাতের বেলা, তিনি ঘোষণা করিয়ে সাহাবীদেরকে একত্রিত করেন এবং বলেন, আজ রাতে এমন একটি সূরা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবীর সকল জিনিসের চেয়ে প্রিয়। আর সেটি হল এই–(সূরা ফাতাহ্ সম্পর্কে তিনি বলেন,)

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

সূরা ফাতাহ্- এর ২-৪ নম্বর আয়াত এগুলো। এরপর এভাবেই চলমান থাকে। আর শেষে ২৮ নম্বর আয়াত হল,

لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

অর্থাৎ, হে রসূল! আমরা তোমাকে এক মহান বিজয় দান করেছি; যেন আমরা তোমার জন্য এমন এক যুগের আরম্ভ করি যাতে তোমার পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে

দেয়া হয়, আর যেন খোদা তা'লা স্বীয় কল্যাণরাজি তোমার জন্য পূর্ণ করে দেন এবং তোমার জন্য সফলতার সোজা পথ খুলে দেন। আর খোদা তা'লা অবশ্যই তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করবেন। সত্য কথা হল এই যে, খোদা তা'লা স্বীয় রসূলের এই স্বপ্ন পূর্ণ করেন যা তিনি তাকে দেখিয়েছিলেন, কেননা এখন তুমি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্য অবশ্যই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে আর কুরবানীর (পশুসমূহ) খোদার পথে উৎসর্গ করে নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে আর তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। অর্থাৎ এ বছর তোমরা যদি মক্কায় প্রবেশ করতে তাহলে এই প্রবেশ করা শান্তিপূর্ণ হত না, বরং যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের প্রবেশ হত, কিন্তু খোদা তা'লা স্বপ্নে শান্তিপূর্ণ প্রবেশ দেখিয়েছিলেন। এ কারণে খোদা তা'লা এ বছর সন্ধির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, আর এখন অচিরেই তোমরা খোদার দেখানো স্বপ্ন অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। অতএব এমনই হয়েছে।

মহানবী (সা.) যখন এই আয়াতসমূহ সাহাবীদেরকে শুনান, যেহেতু কতক সাহাবীর হৃদয়ে তখনও হুদায়বিয়ার সন্ধির তিক্ততা বিদ্যমান ছিল, তাই তারা এটি ভেবে আশ্চর্যান্বিত হন যে, আমরা তোবাহ্যত ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, অথচ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিজয়ের অভিবাদন জানাচ্ছেন! এমনকি কতক ত্বরাপরায়ণ সাহাবী এরূপ কথাও বলে বসেন যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ না করেই ফিরে যাচ্ছি– এটাই কি বিজয়? এ কথা জানতে পেরে মহানবী (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় জোরালোভাবে বলেন, এটি একেবারেই বাজে আপত্তি, কেননা গভীর দৃষ্টিপাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত অর্থেই হুদায়বিয়ার সন্ধি আমাদের জন্য অনেক বড় একটি বিজয়। কুরায়েশবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, (এখন) তারা নিজেরাই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্তিচুক্তি করেছে এবং আগামী বছর আমাদের জন্য মক্কার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আর আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মক্কাবাসীর নৈরাজ্য থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় ভবিষ্যত বিজয়ের সুগন্ধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। অতএব নিশ্চিতভাবে এটি একটি মহান বিজয়। তোমরা কি সেসব দৃশ্য বিস্মৃত হয়েছ যে, এই কুরায়েশবাসীরাই উহুদ এবং আহযাবের যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে কীভাবে চড়াও হয়েছিল? আর এই ভূপৃষ্ঠ প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের দৃষ্টি নিথর হয়ে গিয়েছিল এবং ভয়ে তোমাদের কলিজা বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল! অথচ আজ সেই কুরায়েশবাসীরাই তোমাদের সম্মুখে শান্তিচুক্তি করছে। সাহাবীগণ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা বুঝে গিয়েছি, আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায় আমরা চিন্তা করতে পারি নি, কিন্তু এখন আমরা বুঝে গিয়েছি যে, সত্যিই এ চুক্তি আমাদের জন্য এক মহান বিজয়।

মহানবী (সা.)-এর এই বক্তৃতার পূর্বে হযরত উমর (রা.)-ও অনেক দ্বিধান্বিত ছিলেন। অতএব তিনি (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার সময় মহানবী (সা.) যখন রাতের বেলায় সফরে ছিলেন, তখন আমি তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে কিছু নিবেদন করতে চাইলে তিনি (সা.) নিশ্চুপ থাকেন। আমি দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার কিছু নিবেদন করতে চাইলেও তিনি (সা.) বরাবরের মতোই নিশ্চুপ থাকেন। মহানবী (সা.)-এর নীরবতায় আমি ভীষণ দুঃখ পাই এবং আমি মনে মনে এই কথা বলতে বলতে যে, হে উমর! তুমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছ, কেননা তিনবার মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করা সত্ত্বেও তিনি (সা.) নীরব ছিলেন, আমি মুসলমানদের দল থেকে সবার সামনে চলে যাই এবং এই দুঃখে অস্থির ছিলাম যে, ব্যাপার কী? আর আমার মনে এই ভয় সৃষ্টি হয় যে, আমার বিষয়ে কোথাও আবার কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ না হয়ে যায়? এরই মাঝে কোন এক ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডেকে বলে, উমর বিন খাত্তাবকে মহানবী (সা.) স্মরণ করেছেন। আমি (মনে মনে) বললাম, নিশ্চয় আমার বিষয়ে কোন কুরআনী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আমি ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়ে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং সালাম দিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি (সা.) বলেন, আমার প্রতি এই মুহূর্তে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে জগতের সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। এরপর তিনি (সা.) সূরা ফাতাহ্'র আয়াত তিলাওয়াত করেন। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই সন্ধি কি সত্যিই ইসলামের বিজয়? তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের বিজয়। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিশ্চিন্ত হয়ে নীরব হয়ে যান। অতঃপর মহানবী (সা.) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.) মক্কার মুশরেকদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন, যার ফলে সাহাবীদের হৃদয়ে এতই অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যে, হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা কি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দেন নি যে, আমরা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করব? অথবা ইসলামের বিজয় কি সুনিশ্চিত নয়? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, কেন নয়। হযরত উমর

(রা.) নিবেদন করেন, তাহলে আমরা আনত হয়ে সন্ধি কেন করেছি? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা তাওয়াফ করব কিন্তু একথা বলেন নি যে, এ বছরই করব।

হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছে আর আগামীতেও চলবে ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব যাদের জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হল মুকাররম মালেক মুহাম্মদ ইউসুফ সেলিম সাহেবের, যিনি দ্রুতলিখন বিভাগের প্রধান ছিলেন। ৮৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি তার পরিবারের একমাত্র আহমদী ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার বড় ভাই তাকে রেলওয়েতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তৎকালীন রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মীর হামিদুল্লাহ্ সাহেব একজন আহমদী ছিলেন। সেখানে আল ফযল আসত এবং মীর হামিদুল্লাহ্ সাহেব তবলীগও করতেন। তিনি (অর্থাৎ মালেক মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব) আল ফযল পড়ে আহমদী হয়েছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা যখন তার আহমদীয়াত গ্রহণের বিষয়ে অবগত হয় তখন তারা তাকে অনেক ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে বলে, কিন্তু তিনি নিজ ঘরবাড়িই ছেড়ে দেন, তবুও আহমদীয়াত ছাড়েন নি। অবশেষে বিপদ যখন অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় তখন তার ঘর ছাড়ার ঘটনা কিছুটা এরূপ যে, তার মা এক রাতে তার ভাইদের অগোচরে তাকে চুপিচুপি বলেন, এখান থেকে চলে যাও এবং আর কখনো এখানে ফিরে এসো না, অন্যথায় তোমার প্রাণ নাশের শঙ্কা আছে।

তিনি লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়্যাত বিভাগে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৫৮ সালে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৩ সালে জামেয়া পাশ করে বের হন। এরপর তৎকালীন মুফতি সিলসিলাহ মোহতরম মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে ইফতা দফতরে তার পদায়ন হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি 'যূদ নাবিসি' তথা দ্রুতলিখন বিভাগে বদলি হন যখন 'যুদ নাবিসি' তথা দ্রুতলিখন দফতরের প্রধান মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব তাহের সাহেবের প্রয়াণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে উক্ত বিভাগে তার স্থলে নিজ সান্নিধ্যে নিযুক্ত করেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত 'যুদ নাবিসি' তথা দ্রুতলিখন দফতরের ইনচার্জ ছিলেন। দ্রুতলিখন বিভাগে তার দায়িত্ব ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্র খুতবা, বক্তৃতা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন, ভ্রমণের প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ। ১৯৭৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'কাসরে সালিব' কনফারেন্সে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যোগদান করেছিলেন। সেই যাত্রায় তিনিও হুযূর (রাহে.)-এর সহযাত্রী ছিলেন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে 'সওয়ানেহ্ ফযলে উমর'-এর প্রস্তুতিতেও তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) অতি উত্তমরূপে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সালে যখন অস্ট্রেলিয়া, ফিজি এবং সিঙ্গাপুর সফর করেছিলেন তখন মালেক ইউসুফ সেলিম সাহেবও হুযূরের সাথে ছিলেন। আর হিজরতের পর জুমুআর খুতবার অডিও ক্যাসেট এর কপি তৈরির কাজও তিনি অতি উত্তমরূপে সম্পাদন করেন। যেহেতু সতর্ক থাকতে হত, তাই নিজে ফয়সালাবাদ গিয়ে কোন ঘরে বসে অডিও ক্যাসেট তৈরি করতেন এবং সাথে নিয়ে ফিরতেন। তিনি মুরব্বী হিসেবেও কয়েক বছর কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। তাহের ফাউণ্ডেশনের অধীনে জুমুআর খুতবার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে মজলিসে শূরার কার্যবহি লিখারও সুযোগ হয়েছে। যাহোক, অবসর গ্রহণের পরেও বার বার তাকে পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশেষে ২০১৩ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি স্থায়ীভাবে ছুটি নিয়ে নেন। তার দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথম ঘরে তার এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরপর তার প্রথম স্ত্রী মারা যান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। যে ঘরে তার দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে রয়েছে। তার মেয়ে কুদসিয়া মাহমুদ সরদার লিখেন, আমাদের পিতা স্বয়ং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আমাদেরকেও এই বিষয়ে জোর তাগিদ দিতেন। অত্যন্ত কঠোরভাবে নামাযের অভ্যাস করাতেন। বিলম্বে নামায পড়লে অসন্তুষ্ট হতেন। তাহাজ্জুদে অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন। দৈনিক পবিত্র কুরআনের এক পারা তিলাওয়াত করতেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও সর্বদা নামাযের সময় জিজ্ঞেস করতেন। নামাযের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি আমাদের মাঝে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের অনুপ্রেরণা পরিপূর্ণভাবে প্রোথিত করেছেন। খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা রাখতেন। তিনি বলতেন, খিলাফতের আনুগত্যের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত। আহমদীয়াতের খাতিরে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী রশিদ তৈয়্যব সাহেব বলেন, তৃতীয় খিলাফতের সময় ইউসুফ সেলিম সাহেব দ্রুতলিখন বিভাগে বদলি হন। এই বিভাগে তিনি দীর্ঘকাল সেবা করেছেন। বিভিন্ন বক্তৃতার লিখিত রূপ প্রণয়ন করতেন। জামা'তী পত্রিকা আল ফযলের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করতেন। অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে সুষ্ঠু ও উন্নত পদ্ধতিতে কাজ করতেন। তার সাহিত্যের মানও অনেক

উন্নত ছিল। আর আমি যেমনটি বলেছি, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে বহির্দেশে বিভিন্ন সফরে আফ্রিকা ও ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তার। অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে নিজের কাজ করতেন। প্রত্যেকটি শব্দ লিখার ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন আর দোয়া করে লিখতেন যে, মূল অর্থের সাথে কোন পার্থক্য যেন না হয়। ২০১৩ সালে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখনও শূরার রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হলে প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে যখনই তাকে ডাকা হত তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যেতেন। আর সর্বদা এ কথাই বলতেন যে, আমি এটিকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করি। আমার মন-মস্তিষ্কেও সর্বদা তার সম্পর্কে এই চিত্রই রয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির একজন মানুষ যিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন আর ওয়াকফের সকল শর্তও তিনি পূরণ করেছেন। নীরবে সকল কাজ করতেন। কোন ধরনের চাহিদা ছিল না। অত্যন্ত সরলতার সাথে দিনাতিপাত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার আদর্শ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ ওয়াকফে যিন্দেগী মোকাররম শুয়াইব আহমদ সাহেবের, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম বশির আহমদ সাহেব কালা আফগানী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ১৯৮৭ সালে তিনি জামা'তে চাকরি গ্রহণ করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নাযের হিসেবে সেবা করেছেন। দপ্তরে উলীয়া, জলসা সালানা আহমদীয়া বিভাগের ইনচার্জ, নাযের বাইতুল মাল (ব্যয়), নাযেম ওয়াকফে জাদীদ মাল, অফিসার জলসা সালানা, খোদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের সদর হিসেবে সেবা করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তার সেবাকাল ৩৩ বছরেরও অধিক। ইবাদতের প্রতি তার গভীর মনোযোগ ছিল, তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে নিয়মিত ছিলেন। মরহুমের খিলাফতের আনুগত্যের মানও অনেক উন্নত ছিল। সবসময় বলতেন, যে নির্দেশই আসে, তা তৎক্ষণাৎ পালন করতে হবে। কুরআন শরীফের গভীর জ্ঞান রাখতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও জামা'তের খলীফাদের রচনাবলীও অধ্যয়ন করতেন। ধর্মীয় জ্ঞানও ব্যাপক ছিল। সব বিষয়ে বক্তৃতা করার দক্ষতা রাখতেন। অত্যন্ত সদাচারী ও মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অভাবী ও অধীনস্তদের প্রতি পূর্ণ যত্নবান ছিলেন। কাদিয়ানের প্রত্যেক ব্যক্তি তার খুব প্রশংসা করছে। আত্মবিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞও ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র রয়েছে। তিনি কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেবের জামা'তা ছিলেন। কাদিয়ানের নাযের বায়তুল মাল আমদ রফিক বেগ সাহেব লিখেন, তার সাথে আঠারো বছর যাবত ভারতের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং কাদিয়ানের জলসা সালানা দপ্তরে সেবা করার সুযোগ হয়েছে। তিনি নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অন্যান্য সেবকদের নিজের সাথে এগিয়ে নিয়ে চলতেন। জলসা সালানার সময়ও রাত তিনটা-চারটা পর্যন্ত দপ্তরেই থাকতেন এবং (অতিথিদের) থাকার স্থানগুলোর খোঁজ-খবর নিতেন; কোথাও কমবেশি দেখতে পেলে সাথে সাথে গিয়ে তা শুধরে দিতেন। প্রত্যেক কর্মীকে সর্বদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের যথোপযুক্ত খেয়াল রাখার বিষয়ে জোরালো উপদেশ দিতেন। যদি কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন অতিথির সাথে বাড়াবাড়ি হয়ে যেত তবে নিজে গিয়ে ক্ষমা চাইতেন। তার ভগ্নিপতিও লিখেছেন যে, তিনি বলতেন, আমি পৃথিবীতে কখনো কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করি নি। ওকালতে মাল তাহরীকে জাদীদের একজন ইন্সপেক্টর লিখেন, ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি প্রদেশে তাদের পঁচাত্তর দিনব্যাপী দীর্ঘ প্রাদেশিক সফর ছিল; সফর চলাকালীন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এমনভাবে আমার সেবা-শুশ্রূষা করেন যেভাবে কোন পিতামাতা করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন, তার স্ত্রী-সন্তানদের ধৈর্য ও প্রশান্তি দান করুন এবং মরহুমের পুণ্যসমূহ বহমান রাখার সামর্থ্য দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল কাদিয়ানের মুবাল্লিগ সিলসিলা মোকাররম মাকসুদ আহমদ ভাট্টি সাহেবের, যিনি গত ১৮ মে তারিখে ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের রাজৌরি জেলার চারকোর জামা'তের সদস্য ছিলেন। তার সেবাকাল প্রায় ত্রিশ বছর বিস্তৃত। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের আঞ্চলিক আমীর এবং প্রায় এক বছর শ্রীনগরে মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৭ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ফুল-টাইম কেন্দ্রীয় কাযী হিসেবে সেবার সুযোগ পান। কাযা বা বিচার বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কয়েক ডজন মামলার বিচার করেন। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক চিন্তা করতেন, এমনকি সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে যখন হাসপাতালে ছিলেন তখনও কাজের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন; তিনিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, প্রফুল্লচিত্ত, সাহসী, সূক্ষ্মদর্শী ও সুদক্ষ ওয়াকফে

যিন্দেগী ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মা ও তিন ভাই ছাড়াও স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন, তার কন্যাদেরও নিজ নিরাপত্তার ছায়াতলে রাখুন এবং তার পুণ্যসমূহ বহমান রাখার সামর্থ দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল ফয়সালাবাদের জাভেদ ইকবাল সাহেবের, যিনি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তার পুত্র তালহা জাভেদ সাহেব লিখেন যে, তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ বাবা চাকীরা-র মাধ্যমে হয়েছিল, যার এই নাম তার চাকি বা জাঁতা বানানো ও মেরামত করার পেশার কারণে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। তিনি অলিগলিতে উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে কাজ করতেন এবং সেসময় তিনি উচ্চস্বরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে থাকতেন যেন তবলীগের পথও উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি নিয়মিত নামায আদায় ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন; আবশ্যিকভাবে তাহাজ্জুদ পড়তেন। পরিবারের সদস্যদেরও বাজামা'ত নামায পড়ার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিতেন, বরং বাড়িতে নিয়মিত বাজামা'ত নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা হত। নিয়মিতভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, সেইসাথে অনুবাদও পড়তেন। বিশেষ যত্নসহকারে খুতবা শোনার আয়োজন করতেন এবং বাড়ির সদস্যদের সাথে নিয়ে বসে এম.টি.এ.-তে খুতবা শুনতেন। তার মাঝে ধর্ম সেবার জন্য এক উন্মাদনা ছিল। ১৯৮৪-এর পরিস্থিতির পর যখন জামা'তী অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে যুগ-খলীফার খুতবা বিভিন্ন জামা'তে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হত, তখন একটি কাপড়ের ব্যাগে ক্যাসেট ভরে সাইকেলে চেপে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে খুতবা পৌঁছে দিতেন। আর যখন এম.টি.এ.-র সূচনা হয়, তখন নিজের বাড়িতে ডিশ বসিয়ে মানুষকে আমন্ত্রণ করে খুতবা শোনানোর ব্যবস্থা করতেন। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার মা, স্ত্রী আমাতুল বাসেত এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল শ্রদ্ধেয়া মাদীহা নাওয়ায সাহেবার, যিনি ঘানার মুরব্বী সিলসিলা নাওয়ায আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। গত ১৬ এপ্রিল তারিখে ৩৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি ঘানাতেই ছিলেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মুরব্বি সাহেব অর্থাৎ তার স্বামী লিখেন যে, ১৬ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি তাকে অগণিত গুণের আধার হিসেবে পেয়েছি। খুবই সাহসী, ধৈর্যশীলা, দয়ার্দ্র ও নিঃস্বার্থ এক নারী ছিলেন। অতি উত্তম মা ও বিশ্বস্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ঘানায় যেখানেই সুযোগ পেতেন, ছোট শিশুদের ক্লাস নিতেন। নিজের সন্তানদের সাথে বসিয়ে কুরআন পড়াতেন। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং কখনো কারো কঠোর আচরণের পাল্টা জবাব দিতেন না, বরং নিজে সহ্য করতেন এবং আমাকেও (অর্থাৎ তার স্বামীকেও) সহ্য করতে বলতেন। সার্বক্ষণিক দোয়া করার কথা স্মরণ করাতেন। সন্তানদের তরবীয়তের ব্যাপারে ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি তিনি যত্নবান ছিলেন। খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বেশিরভাগ সময়ই সন্তানদেরকে খিলাফতের কল্যাণরাজির বিষয়ে উল্লেখ করতেন। দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহকারিণী, এক পবিত্রাত্মা নারী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও তিন সন্তান রেখে গেছেন, যথা ফুরাদ সাফীহ বয়স ১৩ বছর, ফ্যায়যিয়া বয়স ৮ বছর এবং যারা বয়স ১ বছর। মাশা'আল্লাহ্ সব সন্তানই ওয়াকফে-নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার দোয়া তার সন্তানদের পক্ষে গ্রহণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। (আমীন)

*(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

**"পাক্ষিক আহমদী"** পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

**মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।**

ওয়াসসালাম।

খাকসার,

**সেক্রেটারী ইশায়াত**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# ওয়াকফে নও-দের প্রশিক্ষণ– ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের দায়িত্ব

## *ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়াকফে নও রিফ্রেসার কোর্স*

*৭ ডিসেম্বর ২০১৯ ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্যের মাসরূর হলে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের আন্তর্জাতিক ওয়াকফে নও রিফ্রেশার কোর্স-এ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বক্তব্য রাখেন। হুযূর আকদাসের বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল*

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় 'ওয়াকফে নও ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক রিফ্রেসার কোর্স' এই সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় এবং কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও টীম-এর পরিবেশনা থেকে লাভবান হয়ে থাকবেন, যেখানে তারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমি ওয়াকফে নও বিভাগকে যেসকল নির্দেশনা দিয়েছি তার আলোকে আপনাদের জন্য দিকনির্দেশনা পেশ করে থাকবেন।

যাহোক, আজ আমি এই সুযোগে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, বিশেষত সেই প্রেরণা সম্পর্কে, যার সাথে আপনাদের নিজ নিজ দেশে ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ আমি আপনাদেরকে ওয়াকফে নও স্কীমটির অসাধারণ গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে স্মরণ করাতে চাই। এটি সেই আশীষমণ্ডিত স্কীম যা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জামা'তের ভবিষ্যত সমৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এ স্কীমের উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব ওয়াকেফীন বা জীবন

উৎসর্গকারী প্রস্তুত করা যাদেরকে জন্মকাল থেকে এ উদ্দেশ্য নিয়ে বড় করা হয় যে, তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জামা'তের চাহিদা পূরণ করবে যেমন– তবলীগ ও তরবিয়ত এবং এর পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াকফে নও স্কীমের সূচনালগ্ন থেকে হাজার হাজার আহমদী পিতা-মাতা তাদের অনাগত সন্তানদেরকে ইসলামের উদ্দেশ্যে একান্ত নিষ্ঠার সাথে উৎসর্গ করেছেন। বিশেষকরে অগণিত আহমদী মায়েদের দ্বারা প্রদর্শিত কুরবানীর চেতনা একেবারেই অতুলনীয়।

আপনাদের নিজ নিজ দেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী হিসেবে একটি গুরুভার দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পিত হয়েছে যেখানে এখন আপনাদের দায়িত্ব সেই সকল শিশুদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যারা এ স্কীমের অধীনে জন্মলাভ করেছে।

আপনাদেরকে অবশ্যই তাদের গড়ে ওঠার প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে হবে, কেননা তারা সেসব সত্তা যারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহান মিশনের পূর্ণতায় আগামী বছরগুলোতে কেন্দ্রীয় ও অপরিহার্য ভূমিকা রাখবেন। এটিই ওয়াকফে নও এর উদ্দেশ্য।

ওয়াকফে নও স্কীম শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা বেশ কয়েকটি নতুন দেশে জামেয়া চালু করেছি। এভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার এবং জামা'তের সদস্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ লাভ করছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই ওয়াকফে নও।

নিশ্চিতভাবে যদি আমাদের জামা'তের হাতে সেই সামর্থ থাকত তবে আমরা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর পাশাপাশি একটি মেডিকেল কলেজ বা প্রশিক্ষণ হাসপাতাল চালু করতাম; কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে এমন প্রকল্প হাতে নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

যাহোক কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা যে জামেয়াগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি তার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে আমাদের তাৎক্ষণিক মুবাল্লিগের চাহিদা একটি পর্যায় পর্যন্ত পূরণ হচ্ছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের এখনো জোর চাহিদা রয়েছে। বিশেষকরে আমাদের এমন ওয়াকফে নও প্রয়োজন যারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং শিক্ষকতায় অগ্রসর হয়ে আমাদের জামা'তের হাসপাতাল ও স্কুলসমূহের চাহিদা পূরণ করবেন।

সুতরাং আপনারা প্রত্যেকের আপনাদের নিজ নিজ দেশে, ওয়াকেফীনে নওদের উৎসাহিত করা উচিত যেন তারা সেই ক্ষেত্রগুলো অনুসরণ করে, যেগুলো জামা'তের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর।

উপরন্তু, প্রতিটি মোড়ে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য চাওয়ার অসাধারণ গুরুত্ব আপনাদের প্রত্যেককে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। যদি তাঁর আশীষ ও অনুগ্রহ থেকে আপনারা বঞ্চিত হয়ে যান তবে আপনাদের সকল প্রচেষ্টা বৃথা যাবে।

তাই অন্য সকল কিছুর পূর্বে, প্রত্যেক ওয়াকফে নও সেক্রেটারীর, তিনি স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ের হোন না কেন, নিজ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানের ওপর দৃষ্টি দিতে হবে।

তাদের সততার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে– তারা নিজেরা সেই মানে উপনীত কিনা এবং তা সমুন্নত রাখছেন কিনা যা ওয়াকফে নও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক।

যারা ওয়াকফে নও-দের নৈতিক উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টারত কিনা? তারা কি আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছেন? তারা কি নিয়মিত নফল নামায আদায় করছেন? তারা কি পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে সিজদাবনত হয়ে তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছেন?

যেভাবে আমি বলেছি, দোয়া ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, দোয়ার কল্যাণে যা অর্জন করা যায় তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

নিশ্চিতভাবে, আমাদের জামা'তের যেকোনো সফলতার মূল ভিত্তি হল, আন্তরিক দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত।

সুতরাং, যদি আপনারা হৃদয় নিংড়ানো দোয়াকে কঠোর পরিশ্রম এবং নিজ দায়িত্ব পূরণের এক আন্তরিক আকাঙ্খার সাথে সংযুক্ত করেন তবে অসাধারণ ফলাফল প্রকাশ পাবে।

এতে বিশাল সংখ্যায় ওয়াকেফীনে নও তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা শিক্ষাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন এবং তারা সামনে অগ্রসর হয়ে জামা'তের জন্য অসাধারণ সেবা প্রদান করবেন।

সুতরাং যদি আপনারা আকাঙ্ক্ষা করেন যে, ওয়াকফে নও-এর সদস্যগণ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করুক, তবে আপনাদের জন্য আবশ্যক যে, আপনারা স্বয়ং ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে খোদা তা'লার সাথে এক সুনিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে

তুলুন এবং সব সময় সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও আচরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন।

প্রত্যেক ওয়াকফে নও সেক্রেটারীকে, তিনি স্থানীয় বা জাতীয়, যে পর্যায়েরই হোন না কেন, অনুধাবন করতে হবে যে, তাকে এক বিশাল আস্থার পদে নির্বাচিত করা হয়েছে।

এই সকল নবীনদের, যাদের বাবা মা তাদের জীবনকে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন, প্রশিক্ষণ ও পথ দেখানোর জন্য জামা'তের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ আপনাকে যথাযথ দক্ষতা ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বলে মনে করেছেন।

বিশেষতঃ জাতীয় পর্যায়ের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা উচিত যে, স্থানীয় জামা'তের সুপারিশক্রমে তাদের অনুমোদন সরাসরি খলীফাতুল মসীহ্ স্বয়ং প্রদান করেছেন।

তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, যুগ খলীফা তাদের অনুমোদন দান করেছেন এ আশা ও প্রত্যাশার সাথে যে, তারা বিনয় ও আত্মনিবেদনের সাথে সেবা প্রদান করবেন এবং সকল সময়ে সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করবেন এবং নিজ দেশের ওয়াকফে নও-দের মধ্যে এমন মূল্যবোধসমূহ জাগরুক করার জন্য বিশ্বস্ততার সাথে সংগ্রাম করবেন।

সুতরাং আপনাদের ওপর অর্পিত আস্থাপূর্ণ দায়িত্ব তখনই যথাযথভাবে পালিত হবে যখন আপনারা আপনাদের সত্তায় পূর্ণাঙ্গীনভাবে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধসমূহ ধারণ করবেন।

আপনাদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্বকে কখনো অবমূল্যায়ন করবেন না বা হালকাভাবে নেবেন না।

বাহ্যিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে, আপনাদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, আপনারা যেন ওয়াকফে নও-দেরকে তাদের ধর্মীয় তরবিয়তের এবং তাদের দুনিয়াবি পড়াশোনা ও পেশাবৃত্তি নির্বাচন উভয় দিক দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন।

সুতরাং আপনাদের এমন হৃদয়গ্রাহী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যেগুলো তাদের ক্রমবর্ধমান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাগত উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আপনাদেরকে অবশ্যই অল্প বয়স থেকেই ওয়াকেফীনদের শেখাতে হবে, তাদের ওয়াকফের দাবি কী এবং এর অর্থ কী?

আপনাদেরকে অবশ্যই তাদের হৃদয়ে এ বিষয়টি গেঁথে দিতে হবে যে, 'ওয়াকফে নও' একটি উপাধি নয় বরং একটি দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা।

এটি এক পবিত্র বন্ধন এবং এক মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গীকার।

এটি জীবনভর পূরণীয় এক অঙ্গীকার ও আত্মত্যাগ যা ধর্মের খাতিরে করা হয়, যেখানে সকল জাগতিক বিষয়াদি এবং পার্থিব পদসমূহ ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকারকে পূরণ করার মোকাবিলায় কোন মূল্যই রাখে না।

কেবল যদি আপনারা শৈশব থেকে এ মূল্যবোধসমূহ তাদের মধ্যে গেঁথে দিতে পারেন, তবেই ওয়াকফে নও সদস্যরা ওয়াকফ এবং তাদের পিতা-মাতার কৃত অঙ্গীকার, যা তারা

প্রাপ্তবয়স্ক হলে নবায়ন করে, তার প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করবে।

তারা অনুধাবন করবে যে, ওয়াকফে নও স্কীমের সদস্য হিসেবে তারা প্রকৃতপক্ষে 'ওয়াকফে যিন্দেগী' আর সেই 'ওয়াকফ' বলতে এক বৃহত্তর উদ্দেশ্যে কারো নিজ সত্তার এক মহান 'কুরবানী' বুঝায় আর এটি ছাড়া তাদের অঙ্গীকার অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন সাব্যস্ত হবে।

আমি আবারো বলছি যে, আপনাদের জন্য ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেখানে আপনারা ওয়াকফে নও-দের ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন, সেখানে আপনাদেরকেও নিজ কথা অনুযায়ী আমল করতে হবে।

এভাবে আপনাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে ধর্মের খাতিরে প্রকৃত কুরবানীতে রত থাকতে হবে।

আপনাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে জামা'তের জন্য সময় কুরবানী করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে, আপনাদের জাগতিক কাজকর্ম যেন কখনই ধর্মীয় দায়িত্বাবলীতে অবহেলার কারণ না হয়।

আপনাদেরকে অবশ্যই নিয়মিত সময়মতো দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করতে হবে।

উপরন্তু আপনাদের রাতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনার্থে এবং নিজের দুর্বলতাসমূহের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে হবে।

আপনাদেরকে অবশ্যই হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করে সকল ওয়াকেফীনে নও-এর জন্য এবং এ আশীষমণ্ডিত স্কীমের ক্রমাগত সফলতার জন্য দোয়া করতে হবে।

কেবল যদি আপনারা এই প্রেরণা নিয়ে কাজ করেন তবে আপনারা ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করতে শুরু করবেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নবর্ণিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং মূল্যবান কথার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"এমনকি যখন কোন ব্যক্তি তার নিজ দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত থাকে তখনও তার অবশ্যই খোদাভীরুতা বজায় রাখা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে, ঈমান যেন সব সময় তার সকল বিষয়ের মধ্যে অগ্রাধিকার লাভ করে।"

যদি আমাদের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ এই মৌলিক বিষয়টি বুঝে যান তবে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে ওয়াকফে নও-দের এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক সেনাদল উত্থিত হবে এবং জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে।

অগণিত সংখ্যায় ওয়াকেফীন দলে দলে অগ্রসর হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহান মিশনে অংশ নেয়ার এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সাথে নিজেদেরকে জামা'তের নিকট পেশ করতে থাকবেন।

তারা নিজেদেরকে ইসলামের সেবার জন্য এবং বিশ্বজুড়ে খোদা তা'লার তৌহীদ বা একত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদন করবেন।

ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে এটি নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে ওয়াকেফীনে নও-দের মাঝে তাদের ওয়াকফের প্রতি, জামা'তের প্রতি এবং নেযামে খিলাফতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততার এক প্রেরণা বদ্ধমূলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উপরন্তু এই বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম যে, ওয়াকফে নও শিশুরা যেন তাদের নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে এবং জামা'তী পরিমণ্ডলে সর্বোচ্চ মানের নৈতিক আদর্শ এবং এমন বিশ্বস্ততার প্রদর্শন দেখতে পায়।

সুতরাং আপনাদেরকে ওয়াকফে নও শিশুদের পিতা-মাতাদেরও সর্বাবস্থায় জামা'তের সাথে বিশ্বস্ত ও সংযুক্ত এবং সর্বপরি আল্লাহ্ তা'লার নিকট আন্তরিকভাবে নিবেদিত থাকার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা উচিত।

আবারও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হওয়ার বিষয়ে আপনাদের নিজেদের মানের বিষয়েও আপনাদের পর্যালোচনা করা উচিত এবং তার সাথে চিরন্তণ নিজের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করে যাওয়া উচিত।

যেভাবে আমি বলেছি, যদি আপনারা এ লক্ষ্যে সফল হন, তবে আমরা যুদ্ধ বা সংঘাতে অংশ নেয়ার জন্য নয়, বরং বিশ্বে শান্তি, সৌহার্দ ও সহমর্মিতার উদ্দেশ্যকে অগ্রসর করার জন্য এক মর্যাদাপূর্ণ আধ্যাত্মিক বাহিনীর উত্থান হতে দেখবো।

প্রকৃত ওয়াকফে নও-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার অক্টোবর ২০১৬ তে ক্যানাডায় প্রদত্ত জুমুআর খুতবাটি ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে আপনাদের পুনরায় শোনা উচিত।

খুতবাটি 'দি এসেন্স অফ এ ওয়াকফে নও' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে আপনাদেরকে প্রদানও করা হয়েছে, আর তাই আপনারা নিশ্চিত করুন যে, আপনারা এটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন এবং সেই সকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী চিহ্নিত করেন যেগুলো একজন ওয়াকফে নও-কে অন্যদের থেকে পৃথক করবে এবং তাদেরকে বিশেষত্ব দান করবে।

আর অবশ্যই, অন্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার পূর্বে, দেখে নিন যে, এই বিশেষত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণের দাবি আপনারা নিজেরা পূরণ করেন কিনা।

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াকেফীনে নও-দের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেভাবে আমি বলেছি, বিভিন্ন জামেয়ার মাধ্যমে, মুবাল্লিগদের এক বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে। তবে আমাদের কেবল মুবাল্লিগ-এর প্রয়োজন নয়।

প্রতি বছর নতুন নতুন প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ জামা'ত কর্তৃক সূচিত হচ্ছে, যেগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পেশাগত দক্ষতা প্রয়োজন, আর তাই আপনাদেরকে ওয়াকফে নও-দের অনুধাবন করাতে হবে তারা যেন এমন প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা অর্জন করেন যা জামা'তের জন্য কাজে আসবে।

এক্ষেত্রে যদি ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকারের গুরুত্ব এবং ওয়াকফে নও স্কীমের প্রকৃত মর্যাদা শৈশব থেকেই ওয়াকেফীনে নও-দের মানসপটে গেঁথে দেয়া হয়, তবে তারা অনুধাবন করবেন যে, তারা যা কিছু প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতা অর্জন করবেন তারা তাদের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে নয় বরং জামা'তের কাজে আসার জন্য।

তারা জামা'তের বহুবিধ চাহিদা পূরণের জন্য এগিয়ে আসবেন।

আমাদের স্কুলসমূহের শিক্ষকের স্বল্পতা পূরণে তারা এগিয়ে আসবেন। আফ্রিকা, পাকিস্তান ও ভারতে আমাদের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারের স্বল্পতা পূরণে তারা এগিয়ে আসবেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় একটি হাসপাতালের প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি, আর তাই আমাদের সেখানে সেবা প্রদানের জন্য আহমদী ডাক্তার এবং দক্ষ চিকিৎসাসেবী প্রয়োজন হবে।

ভালো হয় যদি ডাক্তারগণ ইন্দোনেশিয়া অথবা নিকটবর্তী দেশসমূহ থেকে হন যেন সেখানে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য যে স্থানীয় মেডিকেল লাইসেন্স প্রয়োজন তা সহজে লাভ করা যায়।

অনুরূপভাবে যদি যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা বা ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ওয়াকেফীনে নও চিকিৎসকগণ নিজেদেরকে সেবার জন্য উপস্থাপন করেন তবে তা গুয়াতেমালায় আমাদের হাসপাতালের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা করবে।

আফ্রিকা, ইউরোপ ও পাকিস্তান এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকেও আমাদের ওয়াকফে নও ডাক্তার প্রয়োজন, যেন আমরা মানবতার সেবায় আমাদের প্রয়াসকে বৃদ্ধি করতে পারি।

এ বিষয়ে আপনাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশ অনুসারে একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, জাতীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণ স্থানীয় পর্যায়ের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণের সাথে যেন সার্বক্ষণিক সংযুক্ত থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা দুটোই বিশাল দেশ আর তাই আপনাদেরকে স্থানীয় জামা'তের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের পথ-প্রদর্শন করতে হবে আর নিশ্চিত করতে হবে তারা যেন সব সময় সক্রিয় থাকেন।

নিশ্চিত করুন তারা যেন তাদের দায়িত্বের মাত্রা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করেন।

নিজ এলাকার প্রত্যেক ওয়াকফে নও সদস্য যেন তাদের অঙ্গীকারের গুরুত্ব অনুধাবন করেন তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রত্যেক স্থানীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারীকে আমাদের এ আধ্যাত্মিক বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, কোন পদাধিকারী বা সেক্রেটারী কেবল তখনই সফলকাম হতে পারেন যখন তিনি আল্লাহ্‌র ভয়কে নিজ হৃদয়ে ধারণ করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সেই নির্দেশ নিজেরা অনুসরণ করেন যে, তাদের শপথ ও অঙ্গীকারসমূহ তাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

উপরন্তু এমন ওয়াকফে নও সদস্যগণ রয়েছেন যাদের এমন কতক ক্ষেত্রে আগ্রহ ও স্বভাবজাত যোগ্যতা রয়েছে যেগুলো এ মুহূর্তে জামা'তের প্রয়োজন নেই। তথাপি এটি অত্যাবশ্যক যে, আমরা তাদেরকে যেন অবহেলা না করি বা তাদের সেবার সুযোগকে বৃথা যেতে না দিই।

সুতরাং ঐ সকল ওয়াকেফীনে নও যাদেরকে এই মুহূর্তে জামা'তের সেবার জন্য ডেকে নেয়া হয় না, তারা আইনজীবী, গবেষক, প্রকৌশলী বা অন্য কিছু যাই হন না কেন, তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, সব সময় তাদের জীবনে ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা তাদের পেশার ওপর মনোযোগী হয়ে যান আর এর ফলস্বরূপ তারা নিজেদের নফল নামায আদায়ের সময় তাদের না থাকে অথবা তারা প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং এর ওপর মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হন।

তাদের অবশ্যই এমন চিন্তার ফাঁদে পড়া উচিত হবে না যে, তাদের পেশার দাবির কারণে তাদের এখন আর নিজেদের ধর্মীয়জ্ঞান বৃদ্ধির বা জামা'তের দায়িত্বাবলী পালনের বা তবলীগের জন্য সময় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্‌র ফযলে প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম সাহেব বিজ্ঞানের ময়দানে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি কখনো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর দায়িত্ব ভুলে যান নি।

তিনি সবসময় নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদের জন্য ভোরে উঠে যেতেন। তিনি গভীর মনোনিবেশের সাথে পবিত্র কুরআন চর্চা করতেন আর সেখান থেকে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে উপনীত হতেন যা তাঁকে তাঁর দৈনন্দিন জীবন এবং তাঁর কর্মের ময়দানে পথপ্রদর্শন করত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনীর উপর তাঁর ভাল পড়াশোনা ছিল। সুতরাং এমন কেউ যিনি বলেন যে, তার পেশাদারী ব্যস্ততার দরুন তার নিজ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের সময় নাই, তিনি কেবল তার নিজ অলসতা ঢাকার জন্য বাহানা তালাশ করে থাকেন।

ওয়াকফে নও সম্পর্কে আরেকটি নির্দেশনা যা আমি সম্প্রতি প্রদান করেছি, তা আমি এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

যেহেতু প্রত্যেক ওয়াকফে নও সদস্যকে পূর্ণকালীন সেবায় নিয়োজিত করা জামা'তের পক্ষে সম্ভব নয়, সেহেতু যে সকল সদস্যের যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা রয়েছে তারা পাবলিক সার্ভিসে যোগদান করতে পারেন, যেমন-কিনা সিভিল সার্ভিসে যোগদানের মাধ্যমে।

এমন ওয়াকেফীনকে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমাগতভাবে উন্নত করে যেতে হবে এবং নিজ ধর্মীয় দায়িত্বাবলী পালন করতে হবে আর একই সাথে তারা দেশ ও বিস্তৃত সমাজের সেবায়ও নিয়োজিত থাকবেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এত দান করেছেন যে, কোন কোন দেশে ওয়াকফে নও-এর সংখ্যা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জামা'তের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আমরা দেশের চাহিদা পূরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি।

এভাবে আমাদের জামা'ত পৃথিবীতে এক মহান ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে, ইনশাআল্লাহ্।

নিশ্চিতভাবে যদি সকল ওয়াফেফীনে নও, তারা পূর্ণকালীন জামা'তে সেবা প্রদান করুন অথবা বাইরে কাজ করুন, যদি তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেন তবে তারা বিশ্বে এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন করতে পারেন।

এমন এক বিপ্লব যেখানে বিশ্বের মানুষ ইসলামের আলোকিত শিক্ষাবলীকে গ্রহণ করবে।

এক বিপ্লব যেখানে আধুনিক যুগে আমরা যেভাবে দেখে থাকি সেভাবে মানুষ ধর্ম থেকে দূরে যাওয়ার পরিবর্তে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে।

বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব।

সকল সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের মানুষের মাঝে ভালবাসা ও সহমর্মিতার পরিবেশকে লালনকারী এক বিপ্লব।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবনের তৌফিক দান করুন এবং আপনাদের প্রয়াসে আপনাদেরকে সাহায্য করুন যেন ওয়াকেফীনে নও বড় হয়ে জামা'তের সম্পদে পরিণত হন, যারা সেই পবিত্র অঙ্গীকারের পূরণকারী যা জন্মের পূর্বে তাদের পিতা-মাতা করেছিলেন আর যা পরবর্তীতে তারা নিজেরা নবায়ন করেছেন।

ওয়াকফে নও এর প্রত্যেক সদস্য ও তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সকলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পরিপূরণে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার তৌফিক লাভ করুন এবং আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এ বিষয়ে আপনাদের দায়িত্বসমূহ পালনের তৌফিক দান করুন, আমীন।

*অনুবাদক:*
***প্রফেসর ডঃ আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক***

# সীরাতুল মাহদী (আ.)

*প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)*

ভাষান্তর: **মওলানা জুবায়ের আহমদ**

*(৭ম কিস্তি)*

৩৮) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। খাকসার বর্ণনা করছি যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্নেহের মিঞা শরীফ আহমদের বাড়ির সাথে লাগানো তাঁর (আ.) যে কামরা রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত আম্মাজানও খুব সম্ভব পাশেই ছিলেন। আমি কোন এক কথা প্রসঙ্গে মির্যা নিজাম উদ্দীনের নাম উচ্চারণ করি। শুধু নিজাম উদ্দীন বলতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মিঞা! তিনি তোমাদের চাচা হন। তার নাম এভাবে উচ্চারণ করা সমীচীন নয়। খাকসার নিবেদন করছি, মির্যা ইমাম উদ্দীন ও মির্যা নিজাম উদ্দীন এবং মির্যা কামাল উদ্দীন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আপন চাচা মির্যা গোলাম মুহিউদ্দীন সাহেবের সন্তান। আর তার আপন বোন যিনি আমাদের বড় চাচি তিনি হলেন আমাদের বড় চাচা মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের স্ত্রী। কিন্তু এত নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা করত। আর অধিকাংশ বিরোধিতা ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করেই করত। এই লোকেরা নিতান্তই জগতপ্রেমী আর ধর্মবিমুখ ছিল। এমনকি মির্যা ইমাম উদ্দীন যিনি প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন তিনি তো এলহাম নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেন। এই কারণে তাদের সাথে আমাদের তেমন বনিবনা ছিল না। সম্পর্কের এমন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে আমি কেবলমাত্র নিজাম উদ্দীন নাম উচ্চারণ করি কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সুমহান চরিত্র এ সামান্য বিষয়ও সহ্য করে নি।

৩৯। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি শুনেছি, মির্যা ইমাম উদ্দীন নিজ বাড়িতে কাউকে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে বলে, ভাই সকল! লোকেরা দোকান চালিয়ে মুনাফা অর্জন করছে আমরাও কোন দোকান শুরু করি (এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ [আ.]-এর প্রতি ইঙ্গিত ছিল)। হযরত আম্মাজান বলেন, তারপর তিনি চামারদের পীর ব্যবসা শুরু করেন। আম্মাজান বলেন, মির্যা ইমাম উদ্দীনই ছিল প্রকৃত আর তীব্র বিরোধী। তার মৃত্যুর পর মির্যা নিজাম উদ্দীন প্রমুখদের পক্ষ থেকে আর তেমন কোন বিরোধিতা অব্যাহত ছিল না। খাকসার বলছি যে, মির্যা ইমাম উদ্দীনের কন্যা যিনি মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তারও আহমদী হওয়ার এখন এক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে।

৪০। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কাজী আমীর হোসেন সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের সাথে আমার বিবাদ হয়। খাজা সাহেব আমাকে বললেন, কাজী সাহেব! আপনি কি জানেন না যে, হযরত সাহেব আমাকে কতটা সম্মান করেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি (আ.) আপনাকে অনেক সম্মান করেন। কিন্তু আমি আপনাকে একটি ঘটনা বলি, আমি একবার অমৃতসর থেকে কাদিয়ানে আসি আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আগাম বার্তা পাঠিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। কাজী সাহেব বলেন, তখন পর্যন্ত আমরা শালীনতা শিখি নি। সাক্ষাতের সময় হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বার্তা দিয়ে ভেতর থেকে ডেকে আনতাম অথবা হযরত সাহেব নিজেই কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। পরবর্তীতে আর এমনটি হয় নি। আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, রসূলকে এভাবে ডাকা সমীচীন নয়। যাহোক, আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি শেখ হামেদ আলীকে ডেকে বলেন, কাজী সাহেবের জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আস। কিন্তু আমি তখন খুব ভয় পেয়ে যাই যে, এই আদর আপ্যায়ন কোথাও আবার সেই পন্থায় নয় তো- যেভাবে মুনাফেক ও দুর্বল ঈমানের ব্যক্তিদের করা হয়! এই ঘটনা শুনিয়ে আমি খাজা সাহেবকে বললাম যে, খাজা সাহেব! আপনার প্রতি সম্মানের ধরণ আবার এমন নয়ত! অতএব আমি আপনাকে বলছি, রসূল (সা.) সম্পর্কেও বলা হয় যে, তিনি (সা.) দুর্বল ঈমানসম্পন্ন লোকদের আর মুনাফেকদের অনেক আদর-আপ্যায়ন করতেন। হাদীসে এসেছে, একবার মহানবী (সা.) কিছু সম্পদ বিতরণ করেন। কিন্তু এমন এক ব্যক্তিকে তা থেকে বঞ্চিত রাখেন যার সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (র.) বলেন, আমি তাকে মু'মিন মনে করতাম আর সেই সমস্ত লোকদের তুলনায় বেশি যোগ্য মনে করতাম যাদেরকে তিনি (সা.) সম্পদ দিয়েছিলেন। সুতরাং সা'দ (রা.) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু তিনি (সা.) নিরব থাকেন। আবারো মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি (সা.) তখনো নিরব থাকেন। হযরত সা'দ (রা.) তৃতীয়বার মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি (সা.) বলেন, সা'দ তো আমার সাথে বিবাদ

করছে। আল্লাহ্‌র শপথ! প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, কখনো কখনো আমি কাউকে কিছু সম্পদ প্রদান করলেও অন্যরা আমার কাছে তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তাকে এই কারণে তা প্রদান করি, যেন সে আগুনের অধিবাসী না হয়। অর্থাৎ কতককে হৃদয়ে প্রশান্তির কারণে দেই, যেন সে কোন পরীক্ষায় নিপতিত না হয়। কাজী সাহেব বর্ণনা করেন, যার ঈমান দৃঢ় থাকে তার এই সমস্ত বাহ্যিক সম্মান আর আদর-আপ্যায়নের প্রয়োজন নেই। তাঁর সঙ্গ ও নির্দেশিত পথই সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্য হয়ে থাকে।

৪১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রথম জীবন থেকেই মির্যা ফজল আহমদের মা যাকে লোকেরা সাধারণত "ফাজেদী মা" বলত, তার সাথে এক রকম বিচ্ছিন্নতা ছিল। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আত্মীয়রা ধর্মের বিষয়ে চরম উদাসীন ছিল আর জাগতিকতায় তাদের আকর্ষণ ছিল, সেই রঙেই তারা রঙিন ছিল। এই কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার সাথে সহাবস্থান বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যদিও তিনি (আ.) শেষ অবধি অন্যান্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান জারি রেখেছিলেন। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, আমার বিয়ের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে এই বলে বার্তা পাঠান যে, আজ পর্যন্ত যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। এখন যদি আমি দুই স্ত্রীকেই সমঅধিকার প্রদান না করি তাহলে আমি গুনাহ্‌গার সাব্যস্ত হব। এ কারণে এখন দুটি দিক রয়েছে, হয় তুমি আমার থেকে তালাক নিয়ে নাও, নতুবা আমার ওপর থেকে তোমার অধিকার ছেড়ে দাও, আমি তোমার সার্বিক খরচ বহন করব। তিনি বলে পাঠালেন, এখন আর আমি বৃদ্ধ বয়সে কি তালাক নিব! আমাকে শুধু খরচ দিলেই চলবে, আমি আমার অন্যান্য অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, এরপর এভাবেই চলছিল। একসময় মোহাম্মদী বেগমের প্রসঙ্গ আসল আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আত্মীয়রা বিরোধিতা করে মোহাম্মদী বেগমের বিয়ে অন্য জায়গায় দিয়ে দিল। কিন্তু ফজল আহমদের মা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে বরং উল্টো তাদেরই সঙ্গ দিল। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে তালাক দিয়ে দেন। খাকসার নিবেদন করছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই তালাক দেয়া সেই ইশতেহারের আদলে ছিল যা তিনি ২ মে ১৯৮১ সালে প্রকাশ করেছিলেন। যার শিরোনাম ছিল "ধর্মের সাহায্য ও সমর্থন এবং ধর্মবিদ্বেষী আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন"। যেখানে তিনি (আ.) বলেছিলেন, যদি মির্যা সুলতান আহমদ এবং তার মাতা এখনও বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে মির্যা সুলতান আহমদ-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হবে আর তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রাখা হবে এবং তার মা'কে তালাক দেওয়া হবে। হযরত আম্মাজান বলতেন, সেই সময়ে ফজল আহমদ নিজেকে ত্যাজ্য হওয়া থেকে রক্ষা করে। আম্মাজান বর্ণনা করেন, এই ঘটনার পর একদা সুলতান আহমদের মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। যেহেতু মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আমার অনুমতি ছিল তাই আমি তাকে দেখতে যাই। ফিরে এসে আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বললাম, ফজলের মা তো অসুস্থ আর বেশ কষ্টে আছেন। তিনি (আ.) নিরব থাকলেন। আমি পুনরায় বলার পর তিনি (আ.) বলেন, আমি তোমাকে দুটি ঔষধ দিচ্ছি সেটা গিয়ে দিয়ে আস, কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে দিও আমার নাম নেয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত আম্মাজান বলতেন, অন্যান্য সময়ও এমন হয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইশারা ইঙ্গিতে আমাকে বলতেন আমি যেন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম প্রচ্ছন্ন রেখে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করি। অতএব আমি তাই করতাম।

৪২। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। শেখ আব্দুর রহমান মিশরী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যোহরের নামাযের পর মসজিদে বসে গেলেন। সেই দিনগুলোতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাদ উল্লাহ্ লুধিয়ানভী সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, সে নিঃসন্তান থাকবে এবং তার পুত্র যে এখনও জীবিত আছে সে হল নপুংশক। অর্থাৎ তার বংশধারা আর সামনে এগোবে না। [খাকসার নিবেদন করছি যে, সাদ উল্লাহ্ প্রচণ্ড ঝগড়াটে স্বভাবের মানুষ ছিল আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে সর্বদা অশালীন কথাবার্তা বলতেই থাকতো] যদিও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই লেখা তখনো প্রকাশিত হয় নি। সেই সময় মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিবেদন করলেন যে, এমনটি লেখা তো বেআইনি। তার সন্তান যদি মামলা করে দেয় তাহলে এই কথার কী প্রমাণ থাকবে যে, আসলেই সে নপুংশক? মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রথমে বিনয়ের সাথে সাদামাটাভাবেই উত্তর দিচ্ছিলেন কিন্তু যখন মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব বারংবার এটি উপস্থাপন করছিলেন আর নিজ সিদ্ধান্তের ওপর অটল ছিলেন তখন হযরত সাহেবের চেহারা রক্তিম হয়ে গেল আর তিনি রাগান্বিত স্বরে বললেন, 'যখন নবী একবার সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় তখন তা আর নড়চড় করে না'।

৪৩। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, শুরুর দিকে আমার পিতা পড়ালেখার জন্য বাহিরে যায়। খুব সম্ভব দিল্লী গিয়েছিলেন। পথখরচ শেষ হয়ে গেলে তিনি একটি মসজিদে অবস্থান করেন। কয়েক বেলা অভুক্ত থাকার পর শেষ পর্যন্ত কেউ একজন উনাকে ছাত্র ভেবে একটি পাতলা বাসি রুটি দেয়, যা শুকিয়ে একেবারে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার পিতা তা নিয়ে নেয় কিন্তু তিনি খাবার শুরু না করতেই তার সাথী যিনি কাদিয়ানের কেউ একজন ছিলেন আর তিনিও তার মত অভুক্ত ছিলেন তিনি বললেন, 'মির্যাজী, সাডাভী ধিয়ান রাখনা' অর্থাৎ, মির্যা সাহেব! আমাদের কথাও মনে রাখবেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এরপর আমার পিতা সেই শুকনো রুটি ঐ ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে দেয় যা তার নাকের ওপর গিয়ে পড়ে আর নাকে লাগার সাথে সাথেই সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। খাকসার বলছি যে, হযরত আম্মাজান বলতেন, সেই ব্যক্তি কাদিয়ানের কোন মোঘল ছিল। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলতেন যে, আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি কোন নাপিত অথবা ভাড় ছিল। যাহোক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটা কৌতুক হিসেবে শুনাতেন। এই সমস্ত মানুষ এমন পরিস্থিতিতেও হাসির খোরাক অন্বেষণ করতেন। ... *(চলবে)*

পর্ব-১৬

# প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

*[লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলা]*

গত ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলা হুযূর (আই.)-এর সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা আজকের পর্বে উক্ত মোলাকাতের চুম্বক অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

শুরুতেই তরবিয়ত বিভাগকে হুযূর বলেন,

"লাজনাদের তরবিয়ত করার ক্ষেত্রে প্রথমে শালীন পোষাক পরিধান করানোর মাধ্যমে তাদের মাঝে পর্দা করার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। ঘর থেকে যখন বাইরে বের হবে তখন তাদের এমন পোষাক পরিধান করা উচিত না যার কারণে তাদের দিকে মানুষ কুদৃষ্টিতে তাকাবে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তারা যেন অবশ্যই যথাযথ পর্দা করে বের হয়। আহমদী মেয়ে ও নারীদের সাথে অন্যদের সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। প্রত্যেক লাজনা সদস্য নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করুন এবং প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করুন। আপনাদের যুবতী মেয়েদের আহমদীদের মধ্যেই বিয়ে করার ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। সাথে সাথে জামা'তের বাহিরে বিয়ে করতে নিষেধ করুন। আহমদী কর্মজীবী নারীরা যেন কর্মস্থলে শালীন পোষাক পরিধান করে এবং যথাযথ পর্দা করে। এছাড়া নিয়মিত তরবিয়তী সেমিনারের আয়োজন করুন। এসব সেমিনারে যুবতী মেয়েদের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) আদেশ নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করুন এবং তদনুযায়ী তাদের তরবিয়ত করুন। তরবিয়তের এমন পরিকল্পনা হাতে নিন, যার মাধ্যমে নাসেরাতদের সঠিক পদ্ধতিতে তরবিয়ত করা যায়। তাদের মাঝে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার অভ্যাস, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করার অভ্যাস, নিয়মিত দোয়া করার অভ্যাস এবং এম.টি.এ-তে আমার খুতবা শোনার অভ্যাস গড়ে তুলুন। তাহলে এই নাসেরাতরা যখন পরবর্তীতে লাজনা হবে তখন অনেক ভাল কাজ করবে। তাই নাসেরাতদের তরবিয়ত করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনারা নাসেরাতদের তরবিয়ত নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের লাজনাদের মানও উন্নত হয়ে যাবে। তাই নাসেরাতদের যত বেশি সম্ভব উত্তম তরবিয়ত দেয়ার চেষ্টা করুন।"

***প্রশ্ন: হুযূর আপনি অনেক ব্যস্ত থাকেন। আপনার কি সাপ্তাহিক ছুটির কোন ব্যবস্থা রয়েছে এবং আপনি আপনার বন্ধু এবং পরিবারের জন্য কীভাবে সময় বের করেন?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** এখন যেমন আপনাদের সাথে আমি মিটিং করছি, আমি এভাবেই ছুটি কাটাই। এখন আমি আমার সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ করছি। এটাই আমার সাপ্তাহিক ছুটি।

**প্রিয় হুযূর (আই.):** আর কী জানতে চান?

***প্রশ্ন: হুযূর আপনি যখন আফ্রিকায় ছিলেন, তখনকার আফ্রিকার অবস্থা বর্তমানের মত ছিল না। তখন আপনি কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের তখনকার অভিজ্ঞতা শুনাবেন?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** মূল বিষয় হল, যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা থাকে তাহলে কোন ভয় নেই। কাজ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। যদিও তখন আফ্রিকার অবস্থা অনেক কঠিন ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি

অনেক ভাল। চিন্তা শুধুমাত্র এটি থাকত যে, আমাকে কাজ করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যে আফ্রিকা এসেছি তা পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা সামনে আসবেই, কিন্তু এসকল সমস্যা ধর্মের কাজে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। তখন আমি এবং আমার স্ত্রী চেষ্টা করতাম যেন আমাদের কাজ চলমান থাকে এবং কোন সমস্যা যেন কাজের প্রতিবন্ধক না হয়। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে স্ত্রীদের উচিত স্বামীদের সাহায্য করা। স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীদের যত্ন নেয়া উচিত। ধর্মের কাজ সদা চলমান থাকা উচিত। আপনি যখন আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করে কাজ করবেন তখন সমস্যা যত গুরুতর হোক না কেন আল্লাহ্ সকল সমস্যা সমাধানের কোন না কোন সহজ উপায় বের করে দিবেন। একইভাবে কাজ করার সাথে সাথে বেশি বেশি দোয়া করতে থাকুন। দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা কাজে বরকত দান করেন। তখন আমার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধুমাত্র এটাই ছিল যে, পরিশ্রম কর, পাশাপাশি দোয়া করতে থাক তবেই আল্লাহ্ সকল সমস্যা সমাধান করে দিবেন। তাই কোন সমস্যায় ভীত হওয়া উচিত নয়।

***প্রশ্ন: হাদীসে বিয়ের বিষয়ে ধর্মের দিকটি প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজকাল বিয়ের ক্ষেত্রে মানুষ বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়। যার ফলে জামা'তের অনেক পুণ্যবতী এবং ধার্মিক মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** দেখুন! আমাদের এই বিষয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা উচিত। আমি ছেলেদের বারবার বুঝাতে চেষ্টা করছি। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা বিয়ে করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় প্রাধান্য দিয়ে থাক। হয় তোমরা পাত্রীর বংশমর্যাদা দেখে বিয়ে করে থাক অথবা তার সৌন্দর্য অথবা তার ধন-সম্পদ। কিন্তু একজন মু'মিনের বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কিন্তু সমস্যা হল, যদি ছেলেদের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতা না থাকে তাহলে তারা বিয়ের ক্ষেত্রে কীভাবে ধর্মপরায়ণ পাত্রীকে প্রাধান্য দিবে! তাই আমি জামা'তী ব্যবস্থাপনা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়াকে বলছি যে, সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করুন যাতে যুবকদের মাঝে আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি হয়। যখন যুবকদের মাঝে ধর্মপরায়ণতা সৃষ্টি হবে তখন তারা অবশ্যই ধর্মপরায়ণ মেয়ে বিয়ে করবে। অতএব এটি তরবিয়তের বিষয়। আর এই বিষয়ে আমি জামা'তী ব্যবস্থাপনা তথা খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহকে নিয়মিত মনোযোগ আকর্ষণ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি লাজনাদের উদ্দেশ্যেও বলতে চাই, আপনারাও চেষ্টা করুন। যারা লাজনা সদস্য রয়েছেন, বয়স্ক আছেন এবং মা রয়েছেন তারা নিজেরাও আপনাদের বাচ্চাদের এবং বিশেষ করে ছেলেদের তরবিয়ত করুন। তাদের এই তরবিয়ত দিন যে, তোমরা পুণ্যবান এবং ধর্মপরায়ণ মেয়েদের বিয়ে কর। যদি মায়েরা এই বিষয়ে তাদের ভূমিকা রাখেন তাহলে তাদের ছেলেরাও নিশ্চিতভাবে ধর্মপরায়ণ মেয়েদের বিয়ে করবে। সমস্যা হল, যখন ছেলেদের বিয়ের কথা আসে তখন মায়েরা বলে যে, আমার ছেলে তার পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করবে। কিন্তু যখন মেয়েদের বিয়ে হয় না, বয়স বেশি হয়ে যায় আর বিয়ের ব্যবস্থা না হয়, তখন তারা বলে যে, জামা'ত বিয়ের ব্যবস্থা করে দিক। যদিও ছেলেমেয়ে উভয়ের বিয়ের দায়িত্ব জামা'তের হাতে সোপর্দ করা উচিত। জামা'তের ধর্মপরায়ণ ছেলেমেয়ের মাঝে বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে জামা'তের মাঝেই ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় এবং এর মাধ্যমে এক পুণ্যবান ভবিষ্যত প্রজন্ম জন্ম নিতে থাকে। তাই এটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিষয়– যা নারী পুরুষ উভয়ের মিলে করা উচিত। আর এক্ষেত্রে মায়েদেরও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত এবং পিতাদেরও ভূমিকা রাখা উচিত। এ বিষয়ে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে যাচ্ছি, অনেক দোয়া করছি, আল্লাহ্ সবাইকে তৌফিক দিন।

***সদর সাহেবা: হুযূর যদি বাংলাদেশের লাজনা ও নাসেরাতদের জন্য কোন বিশেষ নির্দেশনা দিতেন?***

**প্রিয় হুযূর (আই.):** সবাইকে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন। সাথে সাথে এটাও বলে দিবেন যে, সকল পরিস্থিতিতে নিজেরা ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। কঠিন পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদাবলী এবং বাধা আসবে কিন্তু এগুলোকে নিজের বিশ্বাসের ওপর কখনো প্রাধান্য দিবেন না। প্রত্যেক সমস্যা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র দরবারে বিনত হোন। মানুষের কাছে কিছু আশা করবেন না। পাশাপাশি নিজের এবং সন্তানদের আর ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবিয়তের জন্য এটি শপথ করুন যে, আমরা তাদের পুণ্যবান এবং সালেহ বানাব, খাঁটি মু'মিন বানাব। সুতরাং যদি আপনারা এই দোয়া করেন এবং আপনার সন্তানের তরবিয়তের এই চেষ্টা করেন তাহলে নিজেদেরও পুণ্যবান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাই আত্মসংশোধনের প্রতিও অনেক জোর দিন যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম পুণ্যবান হয়। আর সর্বদা মনে রাখবেন, যদি আমাদের নারীরা সংশোধন হয়ে যায়, পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাকওয়ার উচ্চ মার্গ অর্জন করা শুরু করে তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম নিরাপদ হয়ে যাবে। তখন আমাদের চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। এটাই লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কাজ। লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং সেই সব নাসেরাতদের জন্য যারা ভবিষ্যতে মা হবেন তাদের জন্য এটাই আমার বার্তা।... *(চলবে)*

*ভাষান্তর: মওলানা মসীহ্ উর রহমান*

# বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

**কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ**

## বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

# আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্

## *(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)*

*পূর্ব প্রকাশের পর*

ক্যানাডা সফরকালে ২০১২ সনের ১১ জুলাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) রিশতানাতা কমিটির সাথে মিটিং-এর সময় বলেন–

“এখানে ক্যানাডা, আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক ছেলে কিছু অসঙ্গত কাজে জড়িয়ে যায় এবং তাদের মাঝে কিছু রোগব্যাধি দেখা দেয়। কোন কোন সময় তরবিয়ত করলে ও বুঝানোর ফলে সংশোধন হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় হয় না। একইভাবে কোন কোন সময় কতক মেয়ের মাঝেও বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি থেকে থাকে। মোটকথা আত্মীয়তা করার সময় এসব বিষয় সামনে আসা উচিত এবং উভয়কেই তাকওয়ার সাথে জানানো উচিত, পরে যেন ঝগড়াবিবাদ না হয়।”

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন–

“অনেক পরিবার এমন আছে যারা বিয়ের পর মেয়েকে এই বলে খোঁটা দেয় যে, যৌতুক নিয়ে আসে নি কেন! বা

ছেলে হয় না কেন! এর (শুধু) মেয়ে হয়! ছেলেপক্ষ যদি মেয়েকে এভাবে খোঁটা-খোঁচা দিতে থাকে তাহলে ঘর ভেঙে যায়। অনেক দাদি, নানি পাকিস্তানের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে উঠে আসে আর তারা গ্রামীণ প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত থাকে এবং তাদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ মনমানসিকতার কারণে কতক সংসার ভেঙে যায়।" *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২)*

# পারিবারিক জীবনে সমস্যার বিভিন্ন কারণ

## স্ত্রীদের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায় আচরণ

১০ নভেম্বর ২০০৬ সনে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডনে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর জুমুআর খুতবায় পারিবারিক সমস্যা ও এর সমাধান বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এই জুমুআর খুতবার কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উপস্থাপিত হল। তিনি বলেন–

"বর্তমানে আবারও পারিবারিক ঝগড়াবিবাদের অভিযোগ অনেক বেড়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিষয়াদি এবং পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদে অনেক সময় এমন ঘৃণ্য বিষয়াদি সামনে আসে যাতে পরস্পরের প্রতি দোষারোপও করা হয় অথবা পুরুষের পক্ষ থেকে বা শ্বশুরালয়ের পক্ষ থেকে এমন অন্যায় আচরণ করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যদি না থাকত আর 'যাক্কির' অর্থাৎ উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয়ই উপদেশ কল্যাণ সাধন করে– আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ যদি দৃষ্টিপটে না থাকত, তাহলে মানুষ এ ভেবে নিরাশ হয়ে বসে যেত যে, এই বিকারগ্রস্ত লোকগুলোকে তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দাও, এরা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"

এমন লোকদের সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"যেহেতু (তারা) তাকওয়ার পথ অনুসরণ করছে না, আল্লাহ্ তা'লার ভয় তাদের হৃদয়ে নেই, এজন্য অনেক সময় অন্যের কথায় বা পরিবেশের প্রভাবে নিজ স্ত্রীর ওপর ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করে অথবা দ্বিতীয় বিয়ের বাসনায়, যা কখনো কখনো অনেকের মনে দানা বাঁধে, অবলীলায় আগের স্ত্রীর ওপর অপবাদ আরোপ করে বসে। কারো যদি বিয়ে করার বাসনা থাকে আর বৈধ প্রয়োজনে বিয়ে করতে হয় তবে করুক কিন্তু বেচারী প্রথম স্ত্রীর দুর্নাম করা উচিত নয়।"

তিনি (আই.) পুনরায় বলেন–

"অনেক সময় অজুহাত-সন্ধানী পুরুষদের পক্ষ থেকে এই অপবাদও দেয়া হয় যে, সে অবাধ্য, কথা শুনে না, আমার পিতামাতার সম্মান করে না, শুধু তা-ই নয় বরং তাদেরকে অসম্মানও করে, আমার ভাইবোনদের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে, ছেলেমেয়েদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকে দেয় অথবা বাড়ির বাইরে নিজের বান্ধবীদেরকে আমাদের ঘরের কথা বলে বেড়ায়, আমাদের দুর্নাম করে– স্মরণ রাখা উচিত, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَالّٰتِیۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَهُنَّ فَعِظُوۡهُنَّ وَاهۡجُرُوۡهُنَّ فِی الۡمَضَاجِعِ وَاضۡرِبُوۡهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَطَعۡنَکُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا عَلَیۡهِنَّ سَبِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیۡرًا ؕ

*(সূরা আন নিসা : ৩৫)*

আর যেসব স্ত্রীর পক্ষ থেকে তোমরা বিদ্রোহসুলভ আচরণের আশঙ্কা কর, প্রথমে তাদের উপদেশ দাও, এরপর বিছানায় তাদেরকে একা ছেড়ে দাও এবং প্রয়োজনে তাদেরকে দৈহিক শাস্তি দাও। অর্থাৎ প্রথম কথা হল, বুঝাও, যদি না বুঝে এবং চরম মাত্রা ধারণ করে আর আশেপাশে যদি অনেক বেশি দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কঠোরতার অনুমতি রয়েছে কিন্তু এ বিষয়কে অজুহাত বানিয়ে তুচ্ছ কারণে স্ত্রীর প্রতি নির্যাতন করার বা শাস্তি দেয়ার সময় এমনভাবে আঘাত করার অনুমতি নেই যে, মারতে মারতে আহতও করে ফেলবে। এটি চরম অন্যায় আচরণ।

মহানবী (সা.)-এর এই হাদীসটি সর্বদা সামনে রাখা উচিত; তিনি (সা.) বলেন, কখনো যদি শাস্তি দেয়ার প্রয়োজনও পড়ে তবে শাস্তি এমন হওয়া উচিত যাতে শরীরে কোন দাগ না পড়ে। তুমি আমার সাথে উচ্চস্বরে কথা বলেছিলে! আমার জন্য কেন রুটি এভাবে বানালে? আমার পিতামাতার সামনে অমুক কথা কেন বলেছিলে? এভাবে কেন কথা বললে? অদ্ভুত সব হীন কথাবার্তা হয়ে থাকে, এসব কারণে প্রহার করার অনুমতি নেই– এগুলো হল অজুহাত। অতএব আল্লাহ্‌র আদেশের ব্যাখ্যা নিজেদের কামনা বাসনার অধীনে করবেন না আর (একই সাথে) খোদাকে ভয় করুন।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমার স্ত্রীর কোন চরম পদক্ষেপের কারণে তাকে তোমার শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন পড়েছে কিন্তু তুমি স্মরণ রেখো! এরপর তোমার হৃদয়ে বিদ্বেষ লালন কর না। সে তোমার পূর্ণ অনুগত হয়ে গেলে, তোমার আনুগত্য করলে তার ওপর অত্যাচার কর না।

فَاِنۡ اَطَعۡنَکُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا عَلَیۡهِنَّ سَبِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیۡرًا ؕ

অতএব তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও মহা গৌরবান্বিত। (সূরা আন নিসা : ৩৫) তোমরা যদি নিজেদেরকে মহিলাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান মনে কর তাহলে স্মরণ রেখো আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং মহা শক্তিধর ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তোমাদের বিপরীতে মহিলাদের মর্যাদা কিছুটা হলেও রয়েছে, বরং তারা সমমর্যাদা রাখে। কিন্তু খোদা তা'লার বিপরীতে তো তোমাদের কোন গুরুত্বই নেই। তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাক।... *(চলবে)*

*(আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্, পৃ. ৬০-৬৩)*

# বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

## নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

**"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)।** *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

■ গত ২১/০৫/২০২১ মোসাম্মৎ ইশরাত জাহান (তুলি), পিতা: মোহাম্মদ মাইনুল আহসান হাবীব, গ্রাম+ডাকঘর+থানা: মোহনপুর, জেলা রাজশাহী-এর সাথে মোহাম্মদ মোসাব্বির হোসেন, পিতা: মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, গ্রাম: সইপাড়া, মোহনপুর-এর বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭০

■ গত ১৭/০৫/২০২১ কেয়া বেগম, পিতা: খাদেমুল হক, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে নাজমুল হোসেন, পিতা: মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, ছোনটিয়া, ফকির পাড়া, ছোনটিয়া বাজার, জামালপুর সদর, জামালপুর-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭৩

■ গত ০৪/০৬/২০২১ মোসাম্মৎ তান্‌জিলা, পিতা: মরহুম মোহাম্মদ সুলতান শিকদার, কাউনিয়া, বেতাগী, বরগুনা-এর সাথে জনাব জহিরুল ইসলাম, পিতা: মৃত এস, এম, আবু সাঈদ গবিন্দপুর, শনির আখড়া, ঢাকা-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭১

■ গত ২৬/০৩/২০২১ সাবিহা আক্তার তমা, পিতা: মৃত শহিদুল্লাহ, ফাজিলপুর, ফেনী সদর, ফেনী-এর সাথে আশরাফ সরকার সানি, পিতা: নাছির সরকার, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭৪

■ গত ০৩/০৬/২০২১ মোসাম্মৎ ইব্‌তিদা হাসান, পিতা: কামরুল হাসান, এভিনিউ-৬, রোড নং-৩, বাড়ি নং-৩৭৭ মিরপুর, ঢাক-১২১৬-এর সাথে ইশতিয়াক আহমেদ সামদানী, পিতা: আফজাল আহমদ খাদেম, বাড়ি নং-৩৫, রোড নং-৬/এ সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭২

■ গত ১৪/০৫/২০২১ সামিয়া আরফিন, পিতা: নূর উদ্দীন আহমেদ, ধুনিপাড়া, পাল্টাপুর, মনকা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ মামুন রনো, পিতা: মৃত মোবাশ্বের আলী, রামপুর, কাহারোল, দিনাজপুর-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৭৫

# সংবাদ

## দেশের বিভিন্ন জামা'তে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খিলাফত দিবস উদ্‌যাপিত

### নাটাই জামা'ত

গত ২৭/০৫/২০২১ তারিখ বাদ আসর হতে বাদ মাগরিব পর্যন্ত নাটাই জামা'তের সিকদার বাড়ির নামায সেন্টারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্ নাটাই-এর যৌথ উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল নাযেমে আলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনমোহাম্মদ মোশারফ হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ মৌলবি জামিল হোসেন এবং উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব সানাউল করিম। তারপর খিলাফত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ্, নাটাই জনাব মোহাম্মদ মন্তাজ উদ্দিন আহমদ। এরপর বক্তব্য রাখেন এস, এম, তৌফিক বেলাল। বক্তব্যের বিষয় ছিল 'খিলাফতের মহান উদ্দেশ্যসমূহ'। আরো বক্তব্য রাখেন জনাব মিনহাজ উদ্দিন ঠাকুর। তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাগণের বক্তব্য'। এরপর বক্তব্য রাখেন মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ মৌলবি জামিল হোসেন। তারপর শুভেচ্ছা ভাষণ প্রদান করেন জনাব মকবুল আহমদ। এরপর সংক্ষিপ্তভাবে খিলাফত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট নাটাই এবং জেলা নাযেমে আলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল-২ জনাব হাসেম উল্লাহ্ সিকদার। সবশেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৪০ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে অনুষ্ঠান শেষে সামান্য আপ্যায়ন করা হয়।

*হাসেম উল্লাহ্ সিকদার, প্রেসিডেন্ট*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাটাই*

### কাউনিয়া জামা'ত

গত ২৮ মে, ২০২১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কাউনিয়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব সেলিম হওলাদার, নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর আহমদ (পূর্ণ)। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে জনাব কাউসার আহমদ সিকদার, জনাব আব্দুর রব মাষ্টার এবং মৌলবি ফরহাদ হোসেন মোয়াল্লেম। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০ জন লাজনা, ৭ জন আনসার, ৭ জন খোদ্দাম, একজন মেহমানসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সকল সদস্য-সদস্যাকে সামান্য আপ্যায়ন করা হয়।

*মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কাউনিয়া, বেতাগী, বরগুনা*

### খুলনা জামা'ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার উদ্যোগে গত ২৭/০৫/২০২১ তারিখ বাদ মাগরিব স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে মসজিদ বায়তুর রহমানে মহান খিলাফত দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী এবং নযম পাঠ করেন জনাব তানভীর আহমেদ শোভন। অতঃপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা, খিলাফতের কল্যাণ, গুরুত্ব ও খিলাফতের আনুগত্য এবং খিলাফত আল্লাহ্ নির্বাচন করেন- এ বিষয়সমূহের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ও মুরুব্বী সিলসিলাহ জনাব মওলানা কাসেম হোসাইন পিয়াস। পরিশেষে সভার সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা

সভায় ১০ জন আনসার, ৪ জন খোদ্দাম, ১ জন আতফাল, ৪ জন লাজনা ও ১ জন নাসেরাতসহ সর্বমোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

*এন এ শাহীন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা*

## নাসেরাবাদ জামা'ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাসেরাবাদ-এর উদ্যোগে গত ২৭/০৫/২০২১ তারিখ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আরিফ আহমদ সুমন। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শরিফুল ইসলাম, নযম পরিবেশন করেন জনাব ইমরান হোসেন। অতঃপর বক্তৃতা করেন জনাব আব্দুর রহমান, জনাব মজিবর রহমান, জনাব আব্দুস সাদেক এবং মাওলানা আতাউর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

*মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক, জেনারেল সেক্রেটারী*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাসেরাবাদ*

## রাজশাহী জামা'ত

গত ২৮ মে ২০২১ তারিখ বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। নায়েব ন্যাশনাল আমীর প্রফেসর আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব তানভীর আহমদ। এরপর উর্দু নযম পেশ করেন জনাব সাব্বির আহমদ। "খোলাফায়ে রাশেদীন"- এই বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মুহাম্মদ হাসান রেজা। এরপর "খিলাফত-ই মু'মিনের প্রাণ"-এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী। "যুগ খলীফার সাথে সম্পর্ক এবং খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর কর্মব্যস্ততা" বিষয়ে আলোচনা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন জনাব জি. এম. সিরাজ উদ্দিন। "খিলাফতের কল্যাণ" বিষয়ে আলোকপাত করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট কামরুল্লাহ্ বিন তারিক ইসলাম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর প্রফেসর আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল "বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানে খিলাফত"। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৬৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

*জি. এম. সিরাজ উদ্দিন, জেনারেল সেক্রেটারী*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রাজশাহী*

## তাহেরাবাদ জামা'ত

গত ২৭ মে ২০২১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদের পক্ষ হতে খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র জামা'তের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম সাহেব। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ জাহিদ হাসান। উর্দু নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ নাফিস আহমেদ। 'খিলাফতের গুরুত্ব' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা রশিদ আহমেদ। 'নেযামে এতায়াত এবং খিলাফত' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক মোল্লাহ্। সবশেষে সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

*মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদ, রাজশাহী*

## শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বড়চর, হবিগঞ্জের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান সাহেব গত ১০/০৪/২০২১ তারিখ রাতে ১২.৩০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর মাসখানেক পূর্বে ব্রেইন ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তিনি ঢাকাতে ছেলের বাসায় থাকতেন। তিনি একজন মুখলেস আহমদী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বড়চর জামা'ত বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বড়চর জামা'তের উন্নতির জন্য অনেক কষ্ট ও সেবা করেছেন, আমরা তাঁর ঋণ কোনদিন ভুলতে পারব না। মৃত্যুর সময় তিনি দুই ছেলে দুই নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা দারুত তবলীগে, দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় মরহুমের নিজ বাড়িতে অনেক গয়ের আহমদীও মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমের সাথে ক্ষমার আচরণ করেন, সকল প্রকার অনুগ্রহ তাঁর প্রতি বর্ষণ করেন এবং জান্নাতের উচ্চস্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করেন সেজন্য সবার কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

*মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী*
*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদ, রাজশাহী*

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

## প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

# বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

*(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)*

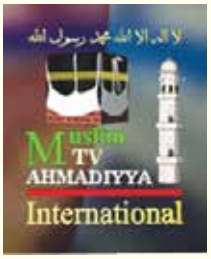

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

**এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন**

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE , YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY




STUDIO JUNCTION ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

**ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি**
বি. ডি. এস (ঢাকা), পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

**ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন**

চেম্বার ঃ
**ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী**
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন), পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময় ঃ
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা
(মঙ্গল - শুক্রবার)

**সিরিয়ালের জন্য ঃ ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫**

New Vol. No. 83 | 24th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

30th June, 2021 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

# বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

## হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

### বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

### ৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

### ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

*প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:*

**ডা. রবিউল হক**, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

## মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
**www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv**
**www.theahmadi.org** (Pakkhik Ahmadi web site live now)